Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 28, 1430 Bangla, January 12, 2024, Friday, No. 12, 54th year

H I G H L I G H T S

AL President Sheikh Hasina takes oath as the Prime Minister for fifth term - 25 ministers and 11 state ministers of the cabinet of new govt. led by Sheikh Hasina also take oath.
(VOA: 23,24, DW: 26, Jago FM: 32)

BNP leader Moin Khan comments the govt. has grabbed parliament through farce election on January 7 - adds, there was no poll on January 7 and all voting results were fixed from a high-level table in Dhaka.
(Jago FM: 31)

BNP leaders and activists enter its central office in capital's Nayapaltan after being locked for 75 days due to clashes with police centering October 28 rally. (VOA; 23, DW: 26)

JSD President Hasanul Haque Inu says, election was free, fair and impartial, however fake vote was given at 18 centers in his constituency - US observation does not match in this reality. (VOA: 17,18,19)

US NSC Strategic Communications Coordinator Admiral John Kirby says, there has been no change in desire of his country to meet aspirations of Bangladeshi people and this expectation include free, fair and transparent election. (VOA: 22, R. Today: 28)

Former EC Brigadier General (retired) M Sakhawat Hossain says, he does not think that the statement made by the USA that election of Bangladesh held on January 7 was not free and fair, is wrong.
(VOA: 13,14)

JANIPOP Chairman Dr. Nazmul Ahsan Kalimullah says, political crisis has deepened through 12th National Parliamentary election held on January 7 and questions about legitimacy have arisen. (VOA: 8,9)

TIB calls for exemplary accountability including confiscation of assets through legal process against the 12th National Parliament members who have illegal income and assets in light of analysis of affidavit data and election manifesto. (Jago FM: 33)

United Lawyers' Front has announced black flag procession of lawyers in all bar councils across the country on January 14 demanding cancellation of January 7 election and resignation of govt.
(R. Today: 29)

In Sreepur of Gazipur, garment workers have blocked the road demanding the implementation of the new salary structure. (R. Today: 29)

WHO says, about 10,000 people died of corona virus in December and during this period, the admission rate of corona patients in hospitals in 50 countries around the world increased by 42 percent.
(Jago FM: 31)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048	Assistant News Controller: 44813047
	44813179	44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২৮, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ১২, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ১২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন - শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার ২৫ মন্ত্রী এবং ১১ প্রতিমন্ত্রীও শপথ নিয়েছেন।
(ভোয়া: ২৩,২৪, ডয়চে ভেলে: ২৬, জাগো এফএম: ৩২)
গত ৭ জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদকে সরকার কুক্ষিগত করে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা মঈন খান - বলেন, ৭ জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হয়নি। ভোটের ফলাফল সব নির্ধারিত হয়েছে ঢাকার একটি উচ্চ পর্যায়ের টেবিল থেকে। (জাগো এফএম: ৩১)

২৮ অক্টোবরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘিরে ৭৫ দিন তালাবদ্ধ থাকার পর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকেছেন দলটির নেতাকর্মীরা। (ভোয়া: ২৩, ডয়চে ভেলে: ২৬)

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলেও তার নির্বাচনি এলাকার ১৮টি কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ মিলছে না। (ভোয়া: ১৭,১৮,১৯)

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল-এনএসসি স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনের সমন্বয়ক এডমিরাল জন কিরবি জানিয়েছেন, বাংলাদেশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যুক্তরাষ্টেরে ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এ প্রত্যাশার মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (ভোয়া: ২২, রে. টুডে: ২৮)

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি বলে যুক্তরাষ্ট্র যে বিবৃতি দিয়েছে তা ভুল বলে তিনি মনে করেন না।
(ভোয়া: ১৩,১৪)
জানিপপ চেয়ারম্যান ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেছেন, ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক সংকট গভীরতর হলো এবং লেজিটিমেসি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো। (ভোয়া: ৮,৯)

হলফনামার তথ্যের বিশ্লেষণ ও নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের কারও অবৈধ আয় ও সম্পদ থাকলে তা আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করাসহ দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি।
(জাগো এফ এম: ৩৩)
৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে ডামি আখ্যা দিয়ে তা বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ১৪ জানুয়ারি দেশের সব বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইউনাইটেড ল'ইয়ার্স ফ্রন্ট।
(রে. টুডে: ২৯)
গাজীপুরের শ্রীপুরে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা।
(রে. টুডে: ২৯)
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসে প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এ সময়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের হাসপাতালে করোনা রোগীর ভর্তি হার ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (জাগো এফ এম: ৩১)

বিবিসি

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

বাংলাদেশের ৭ই জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন যে পরিবেশে হয়েছে তা "দুঃখজনক" বলে এক বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডের ওয়েবসাইটে ১০ই জানুয়ারি "বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ইলেকশনস" শিরোনামে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করেছে। "আমরা এই বিষয়কে স্বাগত জানাই যে, নির্বাচনের দিন বাংলাদেশি লাখো ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, এমন একটা পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সব অংশীদাররা অর্থপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি"। বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "নির্বাচন কেন্দ্র করে সহিংসতা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উদ্বিগ্ন। অস্ট্রেলিয়া ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের কাছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেছে", যোগ করা হয়েছে বিবৃতিতে। বাংলাদেশের সরকারকে এর "গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে অগ্রাধিকার" দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া যা "মানবাধিকারের সুরক্ষা, আইনের শাসন এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রা"- কে সমর্থন করে বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে একটি উন্মুক্ত, স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অঞ্চলের যৌথ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে অস্ট্রেলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে ১০ই জানুয়ারি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) নির্বাচনে বড় সব রাজনৈতিক দল না আসায় হতাশা প্রকাশ করে। নির্বাচনের বিষয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ আহ্বান জানিয়েছে। একইসাথে ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে হওয়া অনিয়মগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গত মঙ্গলবার রাতে দেয়া বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, "গত রবিবার বাংলাদেশে যে সংসদীয় নির্বাচন হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তা লক্ষ্য করেছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে ইইউ ও বাংলাদেশের যে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব তা পুনর্ব্যক্ত করছে।" একইসঙ্গে ঐ নির্বাচনে সব বড় রাজনৈতিক দল অংশ না নেয়ায় সংস্থাটি দুঃখ প্রকাশ করেছে। তবে ইইউ'র নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দলের আসন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশমালা প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একমত হওয়াকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চেতনার উপর ভিত্তি করে নির্বাচনে যেসব অনিয়ম হয়েছে তার সময়োপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা কিছু দেশ কোনও দল পাঠায়নি। এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বরেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছিলো যে এবারের এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য তারা কোন পূর্ণাঙ্গ দল পাঠাচ্ছে না। এর আগে জুলাইয়ে সংস্থাটির যে প্রাক নির্বাচনী দল ঢাকায় এসেছিলো তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই তখন ঐ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছিলো।

রবিবার অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এককভাবেই ২২২ আসনে জয়লাভ করেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা। আলাদা বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য বলেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড মেনে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে তারা মনে করে। ৮ই জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। একই দিনে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)ও পৃথক বিবৃতি দেয়। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের কার্যালয় থেকে ইস্যু করা বিবৃতির শিরোনাম ছিল 'পার্লামেন্টারি ইলেকশনস ইন বাংলাদেশ'। প্রায় একই বক্তব্য নিয়ে মি. মিলার সামাজিক মাধ্যম এক্সেও (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন নিয়ে জয়ী হয়েছে। তবে, হাজারো বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের অনিয়মের খবরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। সেই সাথে, বাংলাদেশের এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি বলে অন্য পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত বলে জানানো হয় বিবৃতিতে। এছাড়া নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচনের সময় এবং এর আগের মাসগুলোতে বাংলাদেশে যেসব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সাথে সব দলের প্রতি সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) বা দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, মুক্ত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময়

এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" নির্বাচনের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ নির্বাচন করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলো। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টার্ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে নির্বাচন কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে'র জন্য সরকারকে "গতিপথ পরিবর্তন করার" আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে টার্ক নবনির্বাচিত সরকারকে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান। তবে ভারত, চীন, রাশিয়া ও জাপানসহ অনেক দেশ এ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

শেখ হাসিনার জয় কেন ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারত কী অবস্থান নেয়, সেদিকে নজর ছিল সবারই। নভেম্বর মাসের যেদিন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ঘোষণা করে দিলেন যে, দিল্লিতে এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সচিবদের সামনে নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেছে তারা- বাংলাদেশের মানুষই স্থির করবেন যে সে দেশে নির্বাচন কীভাবে হবে, তখনই দেশটির অবস্থান বোঝা গিয়েছিল যে চিরাচরিত মিত্রের পেছনেই দাঁড়াচ্ছে তারা। তাই আওয়ামী লীগ বিপুল আসনে জয়ী হওয়ার পরে প্রথম যে কয়েকজন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের ফোন আসবে ঢাকায়, তাদের মধ্যে যে নরেন্দ্র মোদীর নাম থাকবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরে মি. মোদী তার এক্স (আগেকার টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থ বারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানালাম।" বাংলাদেশের সঙ্গে চলমান অংশীদারিত্ব আরও দৃঢ় করার বার্তাও দিয়েছেন মি. মোদী।

বিশ্লেষকরা বলছেন আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে সবসময়ই ভারত স্বস্তিতে থাকে। ভারত আর আওয়ামী লীগের মধ্যে সুসম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিকভাবে থেকেছে, তেমনই শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার গত দেড় দশকে তা আরও দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ভিনা সিক্রি বলছিলেন, "দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে যদি একটা ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে অংশীদারিত্ব জোরদার হয়। আর ভারত সবসময়ই চাইবে যে প্রতিবেশী দেশগুলিতে একটা স্থিতিশীল সরকার থাকুক। এর ফলে কূটনৈতিক সম্পর্ক বলুন বা বাণিজ্য অথবা যৌথ প্রকল্পগুলি– সব ক্ষেত্রেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। দুই দেশই লাভবান হবে, এরকম অনেকগুলি যৌথ প্রকল্প তো চলছে, শেখ হাসিনা আবারও জিতে আসাটা তাই ভারতের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল," বলছিলেন মিসেস সিক্রি। সেই বার্তাটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেই। মিসেস সিক্রির কথায়, নির্বাচনের এই ফলাফল ভারতের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বড় বিষয় হলো যে 'বাংলাদেশের মানুষই তো ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ফিরিয়ে এনেছেন। এই প্রসঙ্গে তার কাছে যখন জানতে চাওয়া হয় যে ভোটদানের হার তো বেশ কমই ছিল, মিসেস সিক্রি বলেন, "বাংলাদেশে যে বিপুল হারে ভোট পড়েছে তা বলবো না। কিন্তু বহু দেশেই এরকম অথবা আরও কম হারে ভোট পড়ে থাকে। তাই এটা অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে করি না।"

ভারতের উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যের সঙ্গেই বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এই অঞ্চলে একসময়ে আসামের আলফা বা ত্রিপুরার সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির মতো অনেক সংগঠনই বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল বলে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করতো, কিন্তু বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকার তা মানতে চাইতো না। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২০০৭ সালে উত্তর পূর্ব ভারতের ১১২ জন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা-নেত্রীর একটি তালিকা তুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের হাতে, যারা সেসময়ে সেদেশে অবস্থান করছিলেন। আরেকটি পৃথক তালিকা দেওয়া হয়েছিল বিএসএফের পক্ষ থেক যেখানে ১৭২টি শিবিরের উল্লেখ ছিল, যেগুলি উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি পরিচালনা করে বলে বিএসএফ দাবি করেছিল। আবার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুরনো শিবিরগুলিতে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই যাতায়াত করছে আর তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন একটি তালিকাও বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছিল বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ অফিসার। তিনি বলেছিলেন যে নির্দিষ্ট কোঅর্ডিনেট দিয়ে বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দলকে জানানো হয়েছে যে কোথায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে গুপ্তচর নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে আইএসআই। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন আগে ভারতের পক্ষ থেকে বার বার এই বিষয়গুলি তোলা হলেও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

ভারতের এলিট কমান্ডো বাহিনী এনএসজির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলছিলেন, "উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আর জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির যেসব তৎপরতা একসময়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে চলত, সেসব তো শেখ হাসিনা বন্ধ করেছিলেনই, আর সেই অবস্থাটা বজায় রাখার জন্য শেখ হাসিনার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা খুবই জরুরি ছিল। এছাড়াও নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে ভারতে, সেটা বন্ধ করতে হলেও শেখ হাসিনার সহযোগিতা প্রয়োজন ভারতের। তাই তার নির্বাচনে জিতে ফিরে আসাটা ভারতকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা স্বস্তি দিয়েছে," বলছিলেন মি. চক্রবর্তী। ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ভিনা সিক্রি

বলছিলেন যে, বাংলাদেশের দ্বাদশ নির্বাচনে যে সবথেকে বড় বিরোধী দল বিএনপি যোগদান করেনি, সেটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এর জন্য নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না। তার কথায়, "একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে কোনও দল অংশ নেবে কি না সেটা সম্পূর্ণভাবেই তাদের সিদ্ধান্ত। যদিও আমি মনে করি যে নির্বাচনে সব দলেরই অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু বিএনপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যোগ দেবে না, যতক্ষণ শেখ হাসিনা সরকারে থাকবেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিই তো বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টা বাংলাদেশের সংবিধানেই নেই, সেটা কী করে কেউ দাবি করতে পারে ? তবে বিএনপি নির্বাচন বয়কট করলেও তাদের দলের জনা তিরিশেক নেতা তো প্রার্থী হয়েছিলেন! আসলে আমার মনে হয় বেগম খালেদা জিয়া খুবই অসুস্থ, তারেক রহমানও বাইরে থাকেন। তাই দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোভাব ঠিক কতটা ধরতে পেরেছিলেন, সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে," বলছিলেন ভিনা সিক্রি।

দ্বিপাক্ষিক প্রকল্পগুলি এগিয়ে নিতে বা দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে পড়শি দেশে ধারাবাহিকতা থাকা যেমন ভারতের স্বার্থেই দরকার, তেমনই ভারত আর বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট থেকেও বিচার করা দরকার বলে মনে করছেন ভারতীয় বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস এক প্রতিবেদনে লিখেছে, "২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ২৬০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে সব থেকে বড় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসাবে উঠে এসেছে বেইজিং। চীনা ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ তাদের বড় বড় বেশ কয়েকটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। এছাড়াও কয়েক ডজন মহাসড়ক, ২১টি সেতু আর ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চীন জড়িত রয়েছে," লেখা হয়েছে হিন্দুস্তান টাইমসের ওই প্রতিবেদনে। বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তাও দিয়ে থাকে চীন। কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বলছিলেন, "সম্প্রতি বাংলাদেশে যেভাবে চীনের উপস্থিতি বেড়েছে, যেভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এসেছে বাংলাদেশে, সেদিক থেকে দেখলে চীন সেখানে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। চতুর্থবার ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনা সরকারের আমলে চীনা সহায়তাকে ঘিরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভারত কতটা তার মোকাবিলা করতে পারে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।"

নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মধ্যে একটা ভারত বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে অনেকে খোলাখুলিই লিখেছেন যে ভারতের ইচ্ছা বলেই নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থান নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছেন শেখ হাসিনা। অবশ্য এই ক্ষোভ এবারের নির্বাচনের আগে যে নতুন করে দেখা যাচ্ছে, তা নয়। বিগত নির্বাচনগুলির আগে-পরে, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একাংশের মানুষকে বিষোদগার করতে দেখা যায় সামাজিক মাধ্যমে। অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বলছেন যে, কোনও দেশের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের একাংশের ক্ষোভ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। "ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সময়মতো যদি রক্ষিত না হয়, তা হলে জটিলতা তো দেখা দেবেই। বাংলাদেশের মানুষের মনে তখনই প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফলে তারা কতটা লাভবান হলেন বা হতে পারেন। এই প্রশ্নও তাদের মনে ওঠা স্বাভাবিক যে আদৌ তারা লাভবান হবেন তো? বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মনে সেই প্রশ্ন যাতে না ওঠে, তার জন্য ভারতকে আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। এইসব প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে একটা বড় বিষয় তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর জল বণ্টন ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করা," বলছিলেন অধ্যাপক বসু রায় চৌধুরী।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

জাতীয় পার্টিতে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর, দল কি ভাঙবে ?

শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অসহযোগিতা, সাংগঠনিক দুর্বলতাসহ নানা কারণ দেখিয়ে সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবির জন্য জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছেন দলের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মী। এমনকি নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামও দিয়েছেন তারা, যদিও দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, "এমন দাবি তোলার নৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক কোনও অধিকারই তাদের নেই। গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া"র কথাও জানিয়েছেন তিনি। যদিও বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা চাইছেন দলের শীর্ষ নেতারা ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করুন। বৃহস্পতিবার দলটির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু বাংলাদেশের কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, "তবে যে কোনও কর্মী জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির বাইরে গিয়ে আরেকটা পার্টি করতে চাইলে আমরা বাধা দিতে পারি না। এই অধিকার তাদের আছে। কিন্তু জাতীয় পার্টি জি এম কাদেরের নেতৃত্বে আছে, এর ক্ষতি করার কোনও সুযোগ নেই", মন্তব্য করেন তিনি। "যারা ইলেকশন করেননি, মনোনয়ন পাননি তারা নির্বাচন যারা বর্জন করেছে তাদের পক্ষে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে এই কর্মকাণ্ডটি করছে। আমাদের বিতর্কিত করতে তারা এটা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে গঠনতান্ত্রিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে" আরও জানান তিনি। "আমরা কোন শরিক না, জোট বা মহাজোট ও না। আওয়ামী লীগ ২৬টি আসন ছাড় দিয়েছে তাদের স্বার্থে। এসব আসনে দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে তারা ছাড় দিয়েছে। আমাদের স্বার্থে না", বলেন মুজিবুল হক চুন্নু। এসব আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জাতীয় পার্টির বিপরীতে কাজ করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, "কাজেই একদিকে ছাড় দিয়েছে, আবার আরেক দিকে ছাড় দেয়নি।" নির্বাচনে বিপর্যয় হয়েছে স্বীকার করে তিনি জানান , "নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অর্থ, প্রশাসনের সহায়তার

কারণে ইলেকশনে সুবিধা করতে পারি নাই এটা সত্য। মোহের বিষয় নাই, দলীয় আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা আছি। জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে আমরা জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে যা যা করার সব করবো। সেখানে কোন আপোষ নাই" বলেও মন্তব্য করেন দলটির মহাসচিব।

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা দলের বিক্ষুব্ধদের একজন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় নেতা-কর্মীরা বলির পাঁঠা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেরা নেগোশিয়েশন করেছে দুই/একজনের মধ্যে। আলাপ-আলোচনা সেভাবে করেনি। নমিনেশনের পর তারা সাহায্য করেনি। বিভিন্ন জেলায় নেতারা যারা ডিপ্রাইভড হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের আগে তাদের অর্থ দেয়নি, খোঁজ-খবর নেয়নি কীভাবে নির্বাচন হচ্ছে।" বলেন মি. হোসাইন। বুধবার পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, "নেতা হিসেবে তাদের যা করা উচিত ছিলো, চেয়ারম্যান বা মহাসচিবরা তা করেননি।" এই পটভূমিতে পরবর্তী কী পদক্ষেপ তারা নেবেন এ বিষয়ে অবশ্য কোনও কথা বলেননি তিনি।

দলীয় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আরেকজন নেতা লিয়াকত আলী খোকা। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা ব্যর্থ। কারণ তারা একেকবার একেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেন। একবার যাবে, আরেকবার যাবে না। আওয়ামী লীগের সাথে জোটে যেতে হলেও আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি দলীয় নেতৃত্ব। তারা এ জায়গায় ব্যর্থ", বলছিলেন তিনি। "জোটের সিট ছাড়া অন্য সিটে নির্বাচন চলাকালীন পার্টির মহাসচিব ও চেয়ারম্যান সারা দেশের নেতাকর্মীদের সহযোগিতা করেননি। নির্বাচনে নামালো কিন্তু তারা কোন খোঁজ-খবর করেনি। আমি অনেকবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু সাড়া পাইনি", অভিযোগ করেন মি. খোকা। তিনি মনে করেন অতীতে '৯১ সালে যখন জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে হামলা-মামলা হয়, তখনো দলে এমন অবস্থা ছিল না। "তারা সময়মতো সিদ্ধান্ত নেয়নি, এমন একটা সময় সিদ্ধান্ত হয় যখন নেতাকর্মীরা হতাশ। আমার নামও এলায়েন্স থেকে শেষের দিন উইথড্র করা হয়। ফলে দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিতে একেবারেই ব্যর্থ", অভিযোগ জানাচ্ছেন তিনি। "নির্বাচন সুষ্ঠু হলে এলাকায় পাস করবো, সে আশাতেই নির্বাচন করছি। কিন্তু নেতৃত্বের ব্যর্থতায় জাতীয় পার্টির ভরাডুবির জন্য সারা দেশে নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ" যোগ করেন লিয়াকত আলী খোকা। "জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর কেন্দ্রীয় রাজনীতি করার আগে কোনও অভিজ্ঞতা ছিলো না" উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দলের প্রতি যে ফিলিংস, সারা দেশের নেতাকর্মীদের প্রতি তার দুর্ব্যবহারে সবাই কষ্ট পায়। মহাসচিব হিসেবে তিনি ব্যর্থ।" এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনেকে নেতৃত্বও ছেড়ে দেয় বলে ইঙ্গিত করেন তিনি। লিয়াকত আলী খোকা আরও বলেন, এগারোজন (এমপি) ছাড়া দলের বাকিরা ক্ষুব্ধ। সিদ্ধান্ত নিতে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকা দরকার তা এখানে হয়নি।

সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা নিজে ঢাকা–৪ আসন থেকে লড়াই করে হেরে যান। তার ওই আসনে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেয়নি আওয়ামী লীগ। সারা দেশেই জাতীয় পার্টির ক্ষুব্ধ ও হতাশ নেতা-কর্মীরা ইতোমধ্যেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছেন। "আজকের (বৃহস্পতিবার) মধ্যেই শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে", জানাচ্ছেন তিনি।

তবে, দলটির চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে একাধিকবার ফোন করলেও রিসিভ করেননি তারা। ইতোমধ্যে বুধবার ৭ই জানুয়ারি জাতীয় পার্টির নির্বাচিত ১১জন সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। গত বছরের ২২শে নভেম্বর নির্বাচনে অংশ নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় জাতীয় পার্টি। পরে ১৭ই ডিসেম্বরে আসন সমঝোতা করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এসব আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তবে পরে ঐ ২৬টি আসনের বাইরে বিভিন্ন আসনে দলীয় সমর্থন বা সহযোগিতার অভাব, সাংগঠনিক নেতৃত্বে অদক্ষতা, সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়ার বিপক্ষে থাকাসহ নানা অভিযোগ এনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জাতীয় পার্টির একাধিক প্রার্থী। কিন্তু, সমঝোতার মাধ্যমে যেসব আসন জাতীয় পার্টির জুটেছিল, সেখানে কেউ সরে না দাঁড়ালেও ভোটে টিঁকতে পারেননি অনেকেই। সে সময় যেসব প্রার্থী সরে দাঁড়ান তাদের সম্বন্ধে পার্টির চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের বলেছিলেন, "কোনও প্রার্থী যদি নির্বাচন করতে না চায় তবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ঐ প্রার্থীর রয়েছে।" তবে, আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি করলেও জাতীয় পার্টি কোন জোটে নেই।

বাংলাদেশের ৪৪ টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৯টি দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগই জনসমর্থনে শক্ত ছিলো। শুরুতে আওয়ামী লীগ সারা দেশে ২৯৮টি আসনে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে টিকেছেন তাদের ২৬৩ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ঋণ-খেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব-সহ নানা অভিযোগে পাঁচটি আসনে ওই দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বাকি ৩২ টি আসন থেকে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। বিএনপির অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পর জাতীয় পার্টিকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বা প্রতিপক্ষ মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু গত দুই জাতীয় নির্বাচনের মতো এবারও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে যায় জাতীয় পার্টি। যা দলের ভেতরেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এছাড়া দলটি এককভাবে খুব বেশি আসন না-পাওয়ায় আদৌ বিরোধী দল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যদিও বুধবার শপথ নিয়েই দলটির চেয়ারম্যান বিরোধী দলে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাতীয় পার্টির

প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অবর্তমানে এবারই প্রথম দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে জি. এম. কাদেরের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল দলটি। ২৮৩ আসনে প্রার্থী, ২৬ আসনে সমঝোতা হলেও নির্বাচিত হন দলের মাত্র এগারোজন। এর আগে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক দল হিসেবে ২৭টি আসনে জয় পেয়েছিল জাতীয় পার্টি। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের সাথে থাকতে হয়েছিল। এরপর সমঝোতার মাধ্যমে ২০১৪ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২২টি আসনে জয়লাভ করে দলটি। সে সময় দলটির নেতাদের অনেকের কথায় সেই সমঝোতা নিয়ে অস্বস্তি চাপা থাকেনি। তখন দলটিকে ঘিরে নানা ধরনের তৎপরতাও দেখা গিয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

নতুন মন্ত্রিসভায় আগের মন্ত্রীরা কেন বাদ পড়লেন ?

বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছে সেখানে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুবুর রহমান বুধবার সন্ধ্যায় ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট যে তালিকা প্রকাশ করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিগত মন্ত্রিসভার ৩০জন সদস্য বাদ পড়েছেন। বিগত মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন, অথচ এবারের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি এমন ব্যক্তিরা হলেন - কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে. আব্দুল মোমেন, অর্থমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান। এছাড়াও বাদ পড়েছেন বর্তমান পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদমন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ। এ তালিকায় আরো আছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, বন ও জলবায়ু বিষয়কমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

মন্ত্রিসভা গঠনের পুরোপুরি এখতিয়ার সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তিনি কাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং কাকে বাদ দেবেন সেটি তার এখতিয়ার। তবে, বেশ কিছু মন্ত্রীর বাদ পড়ার কারণ নিয়ে দলের ভেতরে নানা আলোচনা ও অনুমান করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সাথে কথা বলে বোঝা যাচ্ছে, এই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথমত নবীন ও প্রবীণের সমন্বয়ে মন্ত্রী গঠন করা। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর যতগুলো মন্ত্রিসভা হয়েছে তার সবগুলোতে নবীন-প্রবীণ সমন্বয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে দলটির নেতারা বলছেন। দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক হিসাবে-নিকাশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাতে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্ব থাকে সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা। তৃতীয়ত দীর্ঘদিন মন্ত্রিসভায় থাকা ব্যক্তিদের এবার কম বিবেচনা করা হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করছেন। চতুর্থত এবারের মন্ত্রিসভায় কেউ কেউ স্থান পেয়েছেন যারা প্রধানমন্ত্রীর আস্থা ভাজন হিসেবে পরিচিত।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, যারা বাদ পড়েছেন তারা যে আবার ফিরে আসবেন না এমন কোন কথা নেই। "তারা হয়তো কিছুদিন পরে ফিরেও আসতে পারেন। যারা বাদ পড়েছেন তারা আবারো ফিরে আসতে পারেন। সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না," বলে মনে করেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

এবারের মন্ত্রিসভায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসেবে যারা নতুন এসেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, মন্ত্রিসভায় ডাক পাওয়া তার জন্য একবারেই অপ্রত্যাশিত। "আমি কল্পনাই করতে পারি নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আশা সেটা যাতে আমি ফুলফিল (পূরণ) করতে পারি," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. সেন। "গতকাল যখন ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে ফোন আসলো তখন আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি, নার্ভাস হয়ে গেছি। আমি হয়তো সিনসিয়ারলি কাজ করেছি সারা জীবন, উনি হয়তো দেখেছেন।" চিকিৎসক সামন্ত লাল সেনের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। অনেকে মনে করেন তিনি শেখ হাসিনার আস্থা ভাজন। এ বিষয়টি মন্ত্রী হবার ক্ষেত্রে কাজ করেছে কি না ? এমন প্রশ্নে মি. সেন বলেন, "আমি ঠিক বলতে পারবো না।"

সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্য এম. এ. মান্নান গত ১০ বছর যাবৎ থেকে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। শুরুতে তিনি অর্থ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পাঁচ বছর। এরপর তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। এবারের মন্ত্রিসভায় তিনি নেই। মন্ত্রিসভায় কেন জায়গা হয়নি - সেটি নিয়ে কোন ধারণা করতে পারছেন না মি. মান্নান। "আই এম ভেরি হ্যাপি হোয়াট আই ডিড (আমি যা করেছি তাতে আমি খুশি)। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনগণের আড়ালে থাকা একটি বিষয় ছিল। আমি সেটাকে মানুষের সামনে আসতে পেরেছি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. মান্নান। "গ্রামের লোকেরাও 'একনেক' শব্দটা ব্যবহার করতো। একনেক সভা নিয়ে তারা ওয়েট করতো।" মি. মান্নান মনে করেন, মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের বিষয়টি এমন নয় যে কেউ ব্যর্থ হয়েছে। এখানে ভারসাম্যের একটি বিষয় জড়িত। মন্ত্রিসভা থেকে 'বাদ পড়া' বিষয়টিকে নেতিবাচক শব্দ হিসেবে মনে করেন তিনি।

"মানুষ মনে করে হয়তো পারে নাই, সেজন্য বাদ পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ও রকম না। আমার ধারণা ছিল আমি হয়তো থাকবো না। পরপর দুইবার মন্ত্রিসভায় থাকার পরে তৃতীয়বার কাউকে মন্ত্রী করে না," বলেন মি. মান্নান।

সর্বশেষ মন্ত্রিসভায় টেকনোক্রেট কোটায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন মোস্তফা জব্বার। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার। "এখানে আমার মন্তব্য করার কিছু নাই। তিনি কাউকে যোগ্য মনে করতে পারেন, আবার কাউকে অযোগ্য মনে করতে পারেন। আমি একেবারে মহা যোগ্য বা ব্যর্থ – এসব কিছুই বিষয় নাই। মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার সাংবিধানিকভাবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. জব্বার।

মন্ত্রী তালিকা থেকে যারা বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, মন্ত্রিসভা গঠন করা প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার। যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছে সেখানো সবাই যোগ্য বলে মনে করেন মি. সুজন। "আমি তো সংসদ সদস্য, আমার তো দায়িত্ব চলে যায়নি। মন্ত্রী হিসেবে এতোদিন আমি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছি। এখন আমি নির্বাচনী এলাকায় বেশি সময় দিতে পারবো। আমি একজন আইনজীবী, আদালতে আমার পুরনো পেশায় ফিরে যেতে পারবো," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. সুজন।

যারা বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। তিনি শুধু মন্ত্রীই ছিলেন না, দলের ভেতরেও গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার প্রণয়ণ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। শুরুতে ২০০৯ সালে তিনি খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভায় স্থান না পেলেও, ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর তিনি আবারো মন্ত্রিসভায় ফিরে আসেন। এবার কেন তিনি বাদ পড়লেন সেটি নিয়ে কেউ কোন ধারণা করতে পারছেন না। এবারের মন্ত্রিসভায় যে দুই বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে সেটি হলো অর্থ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকার এসব মন্ত্রণালয় সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকে বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম। অর্থমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামাল এবারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি। তিনি ২০১৪ সাল থেকে টানা ১০ বছর পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বাদ পড়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ভেতরে নানা ধারণা রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে – তিনি দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন সেজন্য হয়তো এবার তার জায়গা হয়নি। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হতে পারে – গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এজন্য অনেকে অর্থমন্ত্রীর নানা নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেন। এবারের মেয়াদে অর্থনীতিতে সরকারের জন্য নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী হয়তো অর্থ মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন আনতে চাইছেন বলে আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা মনে করছেন। আরেকটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বাদ পড়েছেন। পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর, বিশেষ করে আমেরিকার একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। গত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ভারত, চীন, রাশিয়া এবং আমেরিকার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ একটি সম্পর্ক বজায় রেখেছে। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে সেটি বদলে যেতে থাকে এবং পশ্চিমাদের একটি দূরত্ব তৈরি হয়। এই দূরত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব কতটা কাজ করতে পেরেছে সেটি নিয়ে আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতার মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন আসতে পারে বলে তারা ধারণা করছেন।

অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কথাবার্তা ও কাজ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কোন প্রেক্ষাপটে কোন কথা বলতে হবে সেটি কোন কোন মন্ত্রী বুঝতে পারেননি। তাদের 'হালকা মন্তব্য' সরকারকে একটা 'বিব্রতকর জায়গায়' নিয়ে গেছে বলে তিনি মনে করেন। "প্রতি পাঁচ বছর পরপর নতুন ক্যাবিনেট হয়। কেউ কেউ পুনরায় নিয়োগ পান, আবার কেউ কেউ পুনরায় নিয়োগ পান না। কেউ কেউ আবার পরবর্তীতে নিয়োগ পান। সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিষয়টি ডিল করছেন," বলেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অব আমেরিকা

এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে সংকট গভীরতর হলো : ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই

বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাসিবুল হাসান।

সাক্ষাৎকার : ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ (জানিপপ)-এর চেয়ারম্যান।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : এক থেকে দশের মধ্যে হলে আমি এই নির্বাচনকে পাঁচ দেবো।

ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ, আনসার ভিডিপি তারা সবাই সর্বত্র মোতায়েন ছিল এবং ওদের প্রেসেন্সটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভয়েস অফবআমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে ? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : এটা একেক জায়গায় একেক রকম ছিল। আমি কুমিল্লায় বেস্ট পারফরমেন্স দেখেছি। আবার কোথাও কোথাও শৈথিল্যের কথাও শোনা গেছে। সব জায়গায় এক রকম চিত্র ছিল এটা বলা যাবে না।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : জাল ভোটের বিষয়ে তো আসলে বলা মুশকিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ব্যালট পেপার বাইরে চলে এসেছে। সেগুলো ব্যাপারে আমরা জানানোর পরে বাতিলও হয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যালট পেপার যেগুলো বেহাত হয়েছিল। ফলে সামগ্রিকভাবে এটা বলা মুশকিল। কিন্তু, আমরা অনেক ধরনের অভিযোগ পেয়েছি।

ভয়েস অব আমেরিকা: নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন ? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের উপর নির্ভর করেছেন ? ক্রমানুসারে বলুন- নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : আমরা সকল মাধ্যম থেকেই খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের পর্যবেক্ষকদের উপরই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছি। তারপর নির্বাচন কমিশন নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার যারা আছেন তাদের মত, তারপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, স্থানীয় মিডিয়া, তারপর আন্তর্জাতিক মিডিয়া, সবাই। আসলে দেশে একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে, যা কাম্য ছিল না। ফলে অনেকেই মুখ খুলতে চান না। সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট একটা জুজুর ভয় হিসাবে কাজ করছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : আসলে মূল যে কারণে ভোটার টার্নআউট কম হয়েছে, সেটা হলো শাসক দলের সমর্থকরাই অনেকে ভোট দিতে যাননি কারণ তারা সবাই ধরেই নিয়েছেন যে আমরা জানি অবধারিতভাবে এই দলই ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা করবে। সুতরাং গেলেও জিতবে, না গেলেও জিতবে। বিষয়টি ছিল হয় শাসক দলের প্রার্থী জিতবে নয়তো স্বতন্ত্র জিতবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জনকেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : নির্বাচন পূর্বকালে সহিংসতা বেশি হয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : আমি মনে করি সংকট গভীরতর হলো। লেজিটিমেসি নিয়ে প্রশ্ন তৈরী হলো। বিশেষ করে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ইউকে, কমনওয়েলথ এন্ড ফরেন অফিস, তাদের যে স্টেটমেন্ট, পরিস্কার বলে দিয়েছেন নির্বাচন ফ্রি-ফেয়ার হয়নি।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : সংলাপ, সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?
নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : অবশ্যই সেই সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু এখানে মধ্যস্ততা লাগবে। মার্কিন মধ্যস্ততা, ব্রিটিশ মধ্যস্ততা, যেহেতু আমরা কমনওয়েলথভুক্ত দেশ, সেক্ষেত্রে কমনওয়েলথ ফ্রেমওয়ার্কে আমরা চিন্তা করতে পারি।
ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?
নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : সেটার সম্ভাবনা ক্ষীণ।
ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।
নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ : আমি অবাক হইনি। কারণ তারা এই বিষয়ে দুই আড়াই বছর ধরে বারবার আমাদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু, আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিনি। যেটা করেছি, একটা ফ্রড ইলেকশন আয়োজনে মত্ত ছিলাম। খোলামেলা বললে এটা আংশিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এবার প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেড়টি অংশ নিয়েছে। জাতীয় পার্টির একটা বড় অংশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিএনপি ও জামায়াত নির্বাচন বর্জন করেছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

জাল ভোটের কারণে ভোট ৪০ শতাংশ হয়েছে : শেরীফা কাদের

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।
কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।
সাক্ষাৎকার : শেরীফা কাদের, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা।
ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?
শেরীফা কাদের : এখানে নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি এটা আমি বলতে পারবো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলকও ছিলো না। কারণ বিএনপিসহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল আসেনি। ভোটার উপস্থিতি খুবই কম ছিলো। ভোটের দিন ৩ টা পর্যন্ত বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে আমি ছিলাম, তখন ৫ থেকে ৬ শতাংশ এই রকম ভোট পড়েছে। তারপর হঠাৎ করে ৪০ শতাংশ দেখানো হলো। এটা তো প্রশ্নবোধক। তবে, আমি নাম্বারিং বুঝি না। তাই কোনও নাম্বার দিতে চাই না।
ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?
শেরীফা কাদের : এই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খালা বাহিনী তো কিছু করে নাই। যা হয়েছে, সেটা অন্যভাবে হয়েছে। এটা নিয়ে কি বলবো।
ভয়েস অব আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে ? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?
শেরীফা কাদের : প্রশাসনের ভূমিকায় আমি সন্তুষ্ট নই ।
ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

শেরীফা কাদের : জাল ভোট তো অবশ্যই পড়েছে। যেখানে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত ৫-৬ শতাংশ ভোট ছিলো, সেখানে শেষের ১ ঘণ্টায় এতো ভোট বাড়লো কি করে? জাল ভোটের কারণেই তো।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন ? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

শেরীফা কাদের : এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

শেরীফা কাদের : ভোট বর্জনের ডাক সেইভাবে সফল হয়নি। আসলে বিএনপিসহ অনেকগুলো দল নির্বাচন বর্জন করেছে। সেখানে তো একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তারা আসলে কেমন ভোট হতো, না আসলে কেমন হতো। ফলে, যারা আসে নাই তাদের তো গণনা করা যাচ্ছে না। কিন্তু যারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে তো ভোট ঠিক মতো হয়নি।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে?

শেরীফা কাদের : আমার আসনে নির্বাচনী সহিংসতা তেমন হয়নি। তবে, ভোটের কারণে নয়, যারা এমপি তাদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে মারামারি হয়েছে। গতকালও মারামারি হয়েছে আমার আসনে।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত ?

শেরীফা কাদের : নির্বাচন তো হয়ে গেছে। এখন সরকার চাইলে সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে সুন্দরভাবে দেশটাকে চালাতে পারে।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংলাপে বসা দরকার ?

শেরীফা কাদের : নির্বাচনের আগে তো তারা সংলাপে বসে নাই। এখন নির্বাচনের পরে সংলাপে বসে কী করবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?

শেরীফা কাদের : আগে সংলাপ হোক, তারপর বলতে পারবো সমাধান কতটুকু আসবে। নির্বাচন হয়ে গেছে, তারা এখন সংলাপে বসবে বলে মনে হয় না।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?

শেরীফা কাদের : আন্দোলনের মাধ্যমে কখনও সরকার পরিবর্তন হয় না। এখানে দুই পক্ষের সহনশীলতা থাকতে হয়। একজনকে আরেকজনের কথাগুলো শুনতে হয়। কিন্তু আন্দোলন করে কখনও সরকার পতন হয় না।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

শেরীফা কাদের : নির্বাচনটা ঠিক সুষ্ঠু হয়নি। তাদের পর্যবেক্ষণ ঠিকই আছে। এই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আমি পছন্দ করছি : নাজমুল হক প্রধান

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের

রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাসিবুল হাসান।

সাক্ষাৎকার : নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

নাজমুল হক প্রধান : আমি এই নির্বাচনকে কোনও মার্কই দেবো না। এটা কোনো ভোট নয়, ভোটের নামে একদলীয় সিলেকশন এটা।

ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?

নাজমুল হক প্রধান : আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের নরমাল যে দায়িত্ব, সেটা তারা পালন করেছে। কোনো স্থানে তাদের মারামারি ঠেকাতে দেখি নাই।

ভয়েস অব আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি ?

নাজমুল হক প্রধান : প্রশাসন সব জায়গায় সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। দুইটার পর থেকে পুলিশ থেকে শুরু করে সবাই সিল মারার ক্ষেত্রে মারাত্মক সিদ্ধহস্ত ছিল। না হলে আরও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিততো।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

নাজমুল হক প্রধান : আমার কাছে তিনটা জায়গা থেকে ফোন এসেছিল। সবাই বলেছে, ভোট নাই তো। দুইটায় একজন ফোন করে বলে ভাই ৭৫টা ভোট পড়েছে, আরেক জায়গা থেকে ফোন দিছে ৬৫টি ভোট পড়েছে, আরেক জায়গায় ৮৫টি ভোট কাস্ট হয়েছে। এরপর হঠাৎ করে ভোট বেড়ে গেল। ভোটে মানুষের মারাত্মক অনিহা ছিল। জোর করে দেখাচ্ছে। সরকার প্রশাসন এক হয়ে গেলে যা হয়, তাই হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাল ভোট হয়েছে, শিশুরা ভোট দিয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন ? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন ? ক্রমানুসারে বলুন- নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

নাজমুল হক প্রধান : দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকায় ৩-৪ নম্বর দেওয়া যায়। পাশ। কিছু মিডিয়া কিছু সময়ের জন্য কখনো কখনো কথা বলে না, এমন নয়। কিন্তু এটাকে পাশ মার্ক দেওয়া যায়। আমি আজকাল তথ্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নির্ভর করি। বিভিন্ন ফর্মে এগজাক্ট খবরটা পাওয়া যাচ্ছে। তারা গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু নিলে পাওয়া যায় কোথায় কি হচ্ছে। বায়াসড না, সোশ্যাল মিডিয়ার কারণ এগজাক্ট খবরটা পাওয়া যায়।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

নাজমুল হক প্রধান : ভোটের প্রতি মানুষের বিন্দুমাত্র কোনও আগ্রহ ছিল না।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জনকেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?

নাজমুল হক প্রধান : নির্বাচনোত্তর সহিংসতা এখন শুরু হবে। যেহেতু এটা একদলীয় সিলেকশন যতটুকু নিজেদের মধ্যে ভোট হয়েছে, এরজন্য যে রেশারেশি তৈরী হয়েছে, এর প্রভাব এখন শুরু হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত ?

নাজমুল হক প্রধান : এই নির্বাচন বৃহত্তম সংকটের জন্ম দিল। এক দলীয় শাসনে ভোটের নামে এমন নাটক পৃথিবীর আর কোথাও হয় কি না আমি জানি না। ফলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংকট উত্তরণ তো হবেই না, বরং এটার খেসারত জাতিকে দিতে হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?

নাজমুল হক প্রধান : ফোরটি সেভেনের পর থেকে আমরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের ধারাটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি দেখেই বাংলাদেশ হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীনের পরেও আমরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের ধারা তৈরী করতে সফল হতে পারিনি। যারা নিজেদের এই দেশের জনক মনে করে সেই আওয়ামী লীগকেই এই দায় নিতে হবে। এখনো তারা যদি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের ধারাটা সৃষ্টি না করে তার দায় তাদেরই নিতে হবে। সৃষ্টির দায় যেমন তারা নিচ্ছে, ধ্বংসের দায়ও তাদের নিতে হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুই দলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?

নাজমুল হক প্রধান : অবশ্যই সম্ভাবনা আছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?

নাজমুল হক প্রধান : সরকার ১৫ বছরের শাসনে এতো বেশি দলীয়করণ করেছে, একদম পিয়ন পর্যন্ত। ফলে এখানে ফলে আন্দোলন করার তো কোনও স্কোপ নাই। আমরাও তো এরশাদের আমলে, জিয়াউর রহমানের আমলে জেল খেটেছি, কিন্তু এখন তো ধারাটাই ভিন্ন। এবার এ টু জেড, যেভাবে মামলা করে সাজা দেওয়া হচ্ছে, তারা হয়তো মনে করছে, বিএনপি বা বিরোধীদের শেষ করে দেবো, কিন্তু এটা আসলে দুরাশা হবে। কারণ নির্যাতন করে কখনোই শেষ করা যায় না বরং নির্যাতনকারীরাই শেষ হয়ে যায়।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

নাজমুল হক প্রধান : তিনি একদম ঠিক কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আমি পছন্দ করছি। তারা জনগণের সঙ্গেই আছে, এটাই আমার ভালো লাগছে। তারা বায়াসড না। এজন্য তাদের ধন্যবাদ।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র ভুল বলেছে, এটা আমি মনে করি না : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

সাখাওয়াত হোসেন : আমি তো সারাদেশে যাইনি। বিভিন্ন মিডিয়াতে যা দেখেছি, তাতে আমি আশ্চর্য হয়েছি যেখানে সবাই নিজেরা-নিজেরা, সেখানেও ভোট চুরি করতে হয়। এটা তো ওপেন। সবাই দেখেছে। অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। আর বিভিন্ন মিড়িয়াতে আমরা দেখেছি ভোট কারচুপি হয়েছে, বাচ্চারা ভোট দিয়েছে, মারামারি হয়েছে। আবার জাতীয় পার্টি নিজেরাই বলেছে, তাদের ভোট কারচুপি হয়েছে। যা হয়েছে, তা হওয়ার দরকার ছিলো না।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

সাখাওয়াত হোসেন : আমি যা দেখার দেখিছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিজেরাই দুপুরে বলেছে ২৮.১ শতাংশ ভোট পড়েছে। রাত ৯ টায় তাদের ওয়ালে যে পোস্ট করেছে, সেখানেও বলেছে ২৮.১ শতাংশ ভোট পড়েছে। পরে সিইসি বলছেন, এটা ৪১ শতাংশ। তখন তো একটা প্রশ্ন উঠবে। আমরা তো দেশের বাইরের লোক না, ভোটের সম্পর্কে জানিও। আমি নিজেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, কোন-কোন সময় ভোট বেশি পড়ে। ৩ টার পর হঠাৎ কি হলো যে ১৪ শতাংশ ভোট পড়ে গেলো, দুই-আড়াই কোটি ভোট বেড়ে গেলো।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

সাখাওয়াত হোসেন : ভোট বর্জনের ডাক কিছুটা তো সফলতা আছে। একেবারে নেই এটা বলা যাবে না। আবার সাধারণ মানুষও বলে, আমি ভোট দিলে কি, না দিলেই কি ? তাছাড়া এখানে তো বিএনপি একা নয়, ইসলামী

আন্দোলনসহ বিভিন্ন দল এই ভোট বর্জন করেছে। তাদের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা তো ভোট দিতে যায়নি। আর আমরা ধরে নিলাম ভোট ৪০ শতাংশ পড়েছে। কিন্তু গত নির্বাচনে বলা হয়েছিলো আওয়ামী লীগ ৭৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো, তাহলে বলতে হয় তাদের বাকি ভোট কই গেলো ?

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

সাখাওয়াত হোসেন : এই নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় না। এটা লেগেই থাকবে। ২০০৮ সালের পর থেকে যে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে সেটা তো গত ১৫ বছরেও নিরসন হয়নি। তাই এখানে যেটা মূল সংকট সেটা সমাধান তো এই নির্বাচনে হয়নি।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার?

সাখাওয়াত হোসেন : এটা তো সব সময় বলে আসছি। সংলাপ ছাড়া কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। এটা তো এমন না যে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগেছে। এখানে সবাই নিজেরা-নিজেরা। একঘরে হয়তো আওয়ামী লীগ, আরেক ঘরে বিএনপি। একই দেশের লোক। আলোচনা হলে সমাধান বের হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?

সাখাওয়াত হোসেন : নির্বাচনের আগেও বলেছি, আলোচনায় বসেন। আলোচনা বসলে একটা না একটা সমাধান বের হবেই।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?

সাখাওয়াত হোসেন : আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবে বলে আমি মনে করি না। কারণ তারা আন্দোলন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে ১৫-২০ হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে গেছে। আর আন্দোলনের তো একটা এর্নাজি আছে। তাছাড়া একটা সরকারের কাছে সব ধরণের সাপোর্ট থাকে। সরকারও জানে আন্দোলন হবে, আর আন্দোলন কীভাবে দমাতে হবে সেটাও জানে। আন্দোলনের ভয় করলে একটা এক তরফা নির্বাচন করে ফেলতো না।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

সাখাওয়াত হোসেন : বাংলাদেশে তো যুক্তরাষ্ট্রের টেকনিক্যাল টিম আছে। অ্যাম্বাসিতে ৭০-৮০ জন লোক আছে। তারাও নিশ্চয় সমস্ত মিডিয়া দেখেছে। তাদের সেই পর্যবেক্ষনের প্রেক্ষিতে সেটা বলেছে। এখানে অবাধ, নিরপেক্ষতার প্রশ্নটাই আসে না। কারণ এখানে একটি দল দুইভাগ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। নিরপেক্ষতার বিষয় উঠলে তখন তো বলতে হয়, এখানে নিজেদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ হয়েছে। নিরপেক্ষ কখন হয় ? যখন বিপক্ষ থাকে। এখানে তো বিপক্ষই নেই। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্র ভুল কথা বলেছে, এটা আমি মনে করি না। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

আমার এলাকাতে ২৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে : সাইদ খোকন

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : সাঈদ খোকন , ঢাকা-৬ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে বিজয়ী সংসদ সদস্য।
ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?
সাঈদ খোকন : নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তাই আমি দশে দশ দিবো এই চারটি ক্যাটাগরিতে।
ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?
সাঈদ খোকন : আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। দশে দশ দিবো।
ভয়েস অব আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে ? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি ?
সাঈদ খোকন : সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। দশে দশ।
ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?
সাঈদ খোকন : আমার এলাকায় কোনও জাল ভোট পড়েনি। আমার এলাকাতে ২৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। একটু এদিক-সেদিক হতে পারে।
ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন ? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের উপর নির্ভর করেছেন ? ক্রমানুসারে বলুননির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।
সাঈদ খোকন : নির্বাচন সম্পর্কিত মৌলিক কিছু বিষয় থাকে, যেগুলোর জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর আমরা নির্ভর করেছি। আর ইন জেনারেল রিপোর্টিং, পরিস্থিতি থাকে সেগুলো আমাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, অনলাইন যেগুলো প্রচার করেছে, সেখান আমরা জেনেছি। দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকা ভালো ছিলো। দশে দশ।
ভয়েস অফব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?
সাঈদ খোকন : শূণ্য। কোনও সফলতা নেই।
ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জনকেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?
সাঈদ খোকন : নির্বাচনের আগে আমার এলাকার কাছাকাছি একটা ট্রেনে আগুন লাগাতে দেখেছি। এটার সঠিক কারণটা তদন্ত রিপোর্টও বের হয়নি। এখানে অনুমানভিত্তিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনার ভোট বর্জনের জন্য বিভিন্ন শঙ্কামূলক কর্মকাণ্ডে এই আগুনগুলো ধরানো হয়েছে। বাসে আগুন ধরানো হয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এইগুলো পুলিশের প্রতিবেদন আমার জানা নেই। তবে, ইন জেনারেল পারসেপশন এমন ছিলো যে এটা নির্বাচনে যাতে ভোটার না যায়, সেই জন্য ভয়-ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে করা হয়েছে। এইটার ভিত্তি, তথ্য-উপাত্ত বা সরকারি কোনও প্রতিবেদন নয়। নির্বাচনোত্তর কোনও সংঘর্ষ হয়েছে, এ রকম কিছু খুব একটা দেখিনি। আমি আমার নির্বাচন নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম।
ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত ?
সাঈদ খোকন : দেশে রাজনৈতিক কোনও সংকট নেই। দশে দশ হিসেবে আমি বলতে পারি, দেশে কোনও রাজনৈতিক সংকট নেই।
ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?
সাঈদ খোকন : আমি যেটা বলেছি যে, দেশে কোনও রাজনৈতিক সংকট নেই। তাই সংলাপে বসার দরকার আছে বলে মনে করি না।
ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?
সাঈদ খোকন : আমি মনে করি দেশে কোন রাজনৈতিক সংকট নেই। যেখানে কোনও সঙ্কটই নেই সেখানে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয় আসে না।
ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?
সাঈদ খোকন : শূণ্য সম্ভাবনা।
ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

সাঈদ খোকন : আমি যুক্তরাষ্ট্রের মতামতটা এখনও দেখিনি। যেহেতু আমি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই ম্যাথিউ মিলারের এই বিবৃতিটা নজরে আসেনি। খুব ভালোভাবে এটা পড়ে, বুঝে, শুনে তারপরে আমি উত্তর দিতে পারবো।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রতারণামূলক ডামি প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে : শায়রুল কবির খান

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : শায়রুল কবির খান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রেস উইংয়ের সদস্য

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন?

শায়রুল কবির খান : সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের সাজানো, ডামি ও প্রহসনের একতরফা নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এখানে ১০ মধ্যে কোনও স্কোর দিতে চাই না।

ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

শায়রুল কবির : এই ডামি, প্রহসনের একতরফা নির্বাচনে যারা প্রতিযোগিতা করেছে, তাদের পক্ষ নিয়ে নিরপেক্ষ ছিলো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। তারা জনগণের মতামতের পক্ষে ছিলো না। ডামি নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ১০ এর মধ্যে ৯ স্কোর পাবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

শায়রুল কবির খান : এই নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে তা নিয়ে জনগণের কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে ৪০ শতাংশ (নির্বাচন কমিশন বলেছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ) দেখানো হয়েছে। এরমধ্যে জাল ভোট দৃশ্য ও অদৃশ্য ৩০ শতাংশের ওপরে।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন-নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

শায়রুল কবির : এই নির্বাচনে সঠিক তথ্য প্রদানে দেশী মিড়িয়ার ভূমিকা ছিলো ১০ এর মধ্যে ৫ স্কোর। আমি সঠিক তথ্যের জন্য তাৎক্ষণিভাবে বিদেশী গণমাধ্যম, তারপর সোশ্যাল মিডিয়া দেখিছি। এরপর দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলো।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

শায়রুল কবির খান : বিএনপি'র নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলন শরিক দল ও জোটগুলো এই একতরফা, ডামি ও প্রহসনের নির্বাচনে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে। তারা সেখানে সফলও হয়েছে। আমি ৮ স্কোর দিতে চাই।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?

শায়রুল কবির খান : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা বেশি হয়েছে বলে মনে করি। নির্বাচনের আগে নির্বাচনী সহিংসতায় ৫ জনের অধিক মানুষ মারা গেছে। আর নির্বাচনের দিনও ১ জন মারা গেছে। নির্বাচন পরদিনও প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত হয়েছে। সবেমাত্র তো ২ দিন পার হয়েছে। সামনেও দেখার বিষয় আছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

শায়রুল কবির খান : ১ শতাংশ সম্ভবনা দেখি না। কারণ এটা প্রতারণামূলক ডামি প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে। তাই এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংকট কমার সম্ভবনা আশা করাটা কঠিন।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?

শায়রুল কবির খান : অবশ্যই বিএনপি উদার গণতান্ত্রিক দল। তারা সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করে, এই চিন্তা থেকে সংলাপে বসা দরকার। দক্ষিণ এশিয়া একটি মাত্র দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলো ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ভোটের ইস্যুতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, আর তার মধ্যে দিয়ে "স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ"। তাই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংলাপের বিকল্প নেই।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে?

শায়রুল কবির খান : আলোচনার বিষয় ঠিক করে তৃতীয় কোনও স্থানে গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে উম্মুক্ত আলোচনা হতে হবে। কারণ স্বাধীনতার আগে পরে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোন সমাধান হয়নি। তাই উম্মুক্ত স্থানে গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে সংলাপ হলে সমাধানে আসার সম্ভবনার ক্ষেত্রে আমি ৮ স্কোর দিবো।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন?

শায়রুল কবির খান : বিএনপি নেতৃত্বে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো শান্তিপূর্ণ চলমান আছে। আগামীতে আরও বৃহৎ আকারে সর্বদলীয় রাজনৈতিক ঐক্যমতে আন্দোলন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে সরকার বাধ্য হবে সংসদ বাতিল করতে। আমি এখানে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে এমন সম্ভবনার ক্ষেত্রে ৭ স্কোর দিবো। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

আমার ১৮ টি কেন্দ্রে জাল ভোট পড়েছে : হাসানুল হক ইনু

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : হাসানুল হক ইনু, জাসদ সভাপতি।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

হাসানুল হক ইনু : নির্বাচেনর অবাধ,সুষ্ঠু,অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের যে মাপকাঠি, সেই দিক থেকে আমি মনে করি এটা ৯৫ ভাগ সুষ্ঠু হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংঘর্ষ, কারচুপি এবং বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। তবে, সারাদেশে ভোট যথাযথ হয়েছে। যেহেতু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে তাই আমি এখানে ১০ মধ্যে ৮ দিবো।

ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

হাসানুল হক ইনু : আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আমি মোটাদাগে সন্তুষ্ট। তবে, কিছু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিষ্ক্রিয়তা ভোট কারচুপিতে সাহায্য করেছে, উস্কানি বন্ধ না করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। সুতরাং কিছু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কোনও প্রার্থীকে পরাজিত করতে অথবা কোথাও জয়ী করতে তারা ভূমিকা রেখেছে। সেই দিক থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ১০-এর মধ্যে ৮ পাবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?

হাসানুল হক ইনু : একই উত্তর আমার। যেহেতু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষ হয়েছে, কারচুপি হয়েছে। যেটা নির্বাচন কমিশনও স্বীকার করেছে। সুতরাং এখানে ১০ মধ্যে ৮ দিলাম। সুতরাং ২ নাম্বার দিলাম না এই জন্য যে, তারা কিছু প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য কাজ করেছে। আর আমার মতো প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য কাজ করেছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি?

হাসানুল হক ইনু : আমার নির্বাচনী এলাকার ১৮ টি কেন্দ্রে জাল ভোট পড়েছে। সেটা ধরে কত শতাংশ ভোট পড়েছে জানি না। তবে, তার আগে ৩৫ শতাংশ ভোট ছিলো।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন, নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

হাসানুল হক ইনু : গণমাধ্যমগুলো মোটাদাগে রিপোর্ট করেছে। তবে, উদ্দেশ্যমূলক নীরবতা পালন করেছে। যেমন কোথাও কারচুপির মাধ্যমে বড় ধরণের নেতাকে বিজয়ী করা হয়েছে, সেই খবরটা তারা ঠিক মতো সরবরাহ করেনি। কারচুপির মাধ্যমে আমার মতো লোককে হারানো হয়েছে, সেটাও তারা সরবরাহ করেনি। শুধু লিখেছেন-ইনু পরাজিত। এই বিভ্রান্তি উদ্দেশ্যমূলক গণমাধ্যম ছড়িয়েছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমের সেইটুকু মেরুদণ্ড নেই, কারচুপির মাধ্যমে কাউকে জয়ী করা, কাউকে কারচুপির মাধ্যমে পরাজিত করা- এটা শিরোনামে যাওয়া উচিত ছিলো। সেটা উপেক্ষা করে গণমাধ্যম শুধু জয়ী-পরাজিতদের তালিকা দিয়েছে। সেখানে আমি মনে করি গণমাধ্যম তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে নাই।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

হাসানুল হক ইনু : ভোট বর্জনের আন্দোলন সফল তো হয়নি। যেহেতু ৩০০ আসনে নির্বিঘ্নে ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে। কোনও প্রভাব বিস্তার হয়নি। সুতরাং এখানে ১০ মধ্যে ০, তারা ব্যর্থ হয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?

হাসানুল হক ইনু : নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতা নগন্য। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য ভোট নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয়েছে। আর নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা নিয়ে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কথা সঙ্গে একমত যে, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটা উল্লেখযোগ্য নয়। খুবই সামান্য।

ভয়েস অব আমিরকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

হাসানুল হক ইনু : এই নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সমুন্নত রাখা হয়েছে। সংবিধান সমুন্নত রাখার প্রশ্নে ১০ এর মধ্যে ১০ দিবো। আর বাকি রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কি ভূমিকা রাখবে সেটা দেখার বিষয় আছে। এখানে আপাতত আমি কোনও নাম্বার দিচ্ছি না।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার?

হাসানুল হক ইনু : রাজনৈতিক সংকট নিরসনে নির্বাচনের পরে আমি সংলাপের কোনও জায়গা দেখি না। কারণ বিএনপি-জামায়াত চক্র মীমাংসিত বিষয়কে অস্বীকার করছে। যেহেতু তারা অস্বীকার করছে তাদের সঙ্গে সংলাপের কোনও জায়গা আমি দেখি না।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে?

হাসানুল হক ইনু : দুই দলের মধ্যে সংলাপ কী নিয়ে হবে? রাজনৈতিক সংকট তো নির্বাচন নিয়ে নয়। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে। রাজনৈতিক সংকটা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে। একপক্ষ বলছে- যুদ্ধপরাধীরা রাজনীতি করবে, আরেক পক্ষ বলছে- যুদ্ধপরাধীদের বিচার হবে, সাজা দিবো। সুতরাং তারা রাজনীতি, নির্বাচন নিয়ে সংলাপ করতে চাচ্ছে না। তারা খুনী, যুদ্ধপরাধীদের মুক্তির জন্য দরকষাকষি করবে। এটা নিয়ে তো সংলাপের দরকার নেই।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন?

হাসানুল হক ইনু : যেহেতু আন্দোলন একটা জটিল বিষয়, জনগণের অংশগ্রহণ দরকার। সুতরাং তাদের এখনকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে- আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন সংসদ বাতিল করতে বাধ্য করতে, কাজটা করাটা দুরূহ হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

হাসানুল হক ইনু : দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যে প্রতিবেদন এসেছে, সেখানে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া প্রতিটি আসনে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে হয়েছে। সেই দিক থেকে নির্বাচন আইনত ভালোই হয়েছে। এই বাস্তবতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ মিলছে না। তাই আমার মনে হয়, তারা বাস্তব চিত্র সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তথ্য সঠিকভাবে পাননি বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং তাদের পর্যবেক্ষণ পুনর্বিবেচনার করার আহ্বান জানাবো আমি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

সংলাপের কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না : ফেরদৌস

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস আহমেদ, চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ (ঢাকা-১০)।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

ফেরদৌস আহমেদ : আমি নাম্বারিং করতে পারবো না। তবে, আমি বলবো নির্বাচন শতভাগ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। আমি সন্তুষ্ট।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?

ফেরদৌস আহমেদ : আমি সন্তুষ্ট। এখানে ১০এর মধ্যে ১০ পাবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে ? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি ?

ফেরদৌস আহমেদ : প্রশাসন তাদের কাজ যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। আমি যেহেতু আমার আসন দেখেছি। যেখানে যা করা দরকার, তাই করেছে তারা। সুতরাং এখানেও ১০ মধ্যে ১০ দিবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

ফেরদৌস আহমেদ : আমার আসনে একটাও জাল পড়েনি। ভোট পড়েছে ২২ শতাংশ ভোট পড়েছে। কারণ আমার আসনের অনেক ভোটার দেশের বাইরে, অনেকে ৩ দিনের ছুটিতে ঢাকার বাইরে চলে গেছে।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন ? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন ? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

ফেরদৌস আহমেদ : বিদেশী গণমাধ্যম বলেছে, আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হয়েছে। আমেরিকা ছাড়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঐরকম কোনও নেগেটিভ কিছু দেখিনি। আমাদের দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকাও এবার যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ছিলো। নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

ফেরদৌস আহমেদ : তাদের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। তাদের ডাকে আর কেউ সাড়াও দেবে না। কারণ তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না। সুতরাং এখানে ফলাফল শূন্য।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে?

ফেরদৌস আহমেদ : নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতা বেশি হয়েছে। আর নির্বাচনোত্তর সহিংসতা করার সাহস কিংবা দুঃসাহস নেই। তারা চেষ্টা করেছে কিন্তু, কেউ সাড়া দেয়নি।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত ?

ফেরদৌস আহমেদ : নির্বাচনের ফলে ৮০ শতাংশ রাজনৈতিক সংকট কেটে যাবে। আর বাকি একটি দল তো চাইবে, একটা করে ঝামেলা করে রাখতে। সেইক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে হয়তো তারা উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলবে। উস্কানিমূলক কাজ করতে চেষ্টা করবে। আমরা যেহেতু শান্তিতে বিশ্বাসী, তারা সহিংসতায় বিশ্বাসী। তাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করবো।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?

ফেরদৌস আহমেদ : না, আর সংলাপের কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?

ফেরদৌস আহমেদ : সংলাপই যেখানে হবে না। সেখানে এটার প্রশ্নই উঠে না।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?

ফেরদৌস আহমেদ : সংসদ ভাঙতে পারার প্রশ্নই উঠে না।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

ফেরদৌস আহমেদ : আমি আমার নির্বাচনী আসন ও সারাদেশে ৩০০ আসন সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি-জেনেছি তাতে বলবো, শতভাগ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

সংকট নিরসনে সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসতে হবে : অলি আহমদ

৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টির মধ্যে ২৪টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ দেশি-বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন।

কেমন হলো এবারের নির্বাচন ? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ? এ নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কীভাবে দেখছেন ? কীভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া ? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে। এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার : কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম, প্রেসিডেন্ট, এলডিপি।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো ? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন ?

অলি আহমদ : এই নির্বাচনকে আমি পাঁচ দেব।

ভয়েস অব আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে ?

অলি আহমদ : যেহেতু কোন ভোটার উপস্থিতি ছিল না আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকার ক্ষেত্রে এখানে ৩ থেকে ৫ দেব।

ভয়েস অব আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে ? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি ?

অলি আহমদ : শূণ্য।

ভয়েস অব আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন ? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয় ? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি ?

অলি আহমদ : ৫ থেকে ১০ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে পুরো দেশ মিলে। বাকিগুলি সব জাল ভোট।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন ? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

অলি আহমদ : এক্ষেত্রে ৫ দেব। দেশি কিছু মিডিয়া খুব ভালো কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া সবগুলো ভাল কাজ করেছে। কিছু দালাল আসছিল বিদেশ থেকে। অবসরপ্রাপ্ত কিছু দালালেরা। এই দালালেরা শেরাটনে গিয়ে বলল নির্বাচন ভালো হয়েছে। এরা ছিল সরকারের দালাল।

ভয়েস অব আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে ?

অলি আহমদ: ভোট বর্জনের ডাকে ৯ দেব।

ভয়েস অব আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে ?

অলি আহমদ : ক্ষমতাসীনদের আসল প্রার্থী আর ডামি প্রার্থীর মধ্যে সমস্যা হয়েছে। বিরোধী দলের কেউ অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল না।

ভয়েস অব আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

অলি আহমদ : ২ দেবো।

ভয়েস অব আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার ?

অলি আহমদ : সব সময় সংলাপের প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ হলেও সংলাপ করে যুদ্ধ শেষ করে। জনগণ যা চায় সরকারকে সে জায়গায় আসতে হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : দুই দলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু ? ১ থেকে ১০ স্কেলে ?

অলি আহমদ : এখানে দুই দলের প্রশ্ন না। এখানে সব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলের যারা আছে, তাদের সবার সঙ্গে বসতে হবে। এটার নেতৃত্ব দেবে বিএনপি।

ভয়েস অব আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধী দল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে ? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন ?

অলি আহমদ : সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ভয়েস অব আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারিতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

অলি আহমদ : এটা উনি ন্যূনতম কথাগুলো বলেছেন। শিশুরা যে ভোট দিয়েছে, প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসাররা মিলে সিল মেরেছে। এ জিনিসগুলো উনি মেনশন করেন নাই এবং কর্মকর্তাদেরকে টাকা দেয়া হয়েছে ।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

নতুন মন্ত্রিসভার জন্য ২৫ জন মন্ত্রী, ১১ জন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভার জন্য ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আজ সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের নিয়োগ দিয়েছেন। মন্ত্রীরা হলেন—আ ক ম মোজাম্মেল হক, ওবায়দুল কাদের, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডা. দীপু মনি, মো. তাজুল ইসলাম, ফারুক খান, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আনিসুল হক, ড. হাছান

মাহমুদ, আব্দুস শহীদ, সাধন চন্দ্র মজুমদার, আর এ এম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, মো. আব্দুর রহমান, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, আব্দুস সালাম, মহিবুল হাসান চৌধুরী, ফরহাদ হোসেন, মো. ফরিদুল হক খান, মো. জিল্লুর হাকিম, সাবের হোসেন চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, নাজমুল হাসান, ইয়াফেস ওসমান (টেকনোক্র্যাট) ও সামন্ত লাল সেন (টেকনোক্র্যাট)। প্রতিমন্ত্রীরা হলেন- সিমিন হোসেন (রিমি), নসরুল হামিদ, জুনাইদ আহমেদ পলক, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, মো. মহিববুর রহমান, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, জাহিদ ফারুক, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বেগম রুমানা আলী, শফিকুর রহমান চৌধুরী ও আহসানুল ইসলাম (টিটু)।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন, পুড়েছে ৮টি শেড

কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে পুড়েছে ৮টি শেড। বুধবার (১০ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ক্যাম্প-৫ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে, হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। উখিয়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, "এর আগে ৬ জানুয়ারি ক্যাম্প ৫—এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সপ্তাহ না যেতেই একই স্থানের পাশে আবারও আগুন লাগে। খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই ৮টি শেড আগুনে পুড়ে যায়।" উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম হোসেন বলেন, ৫ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ অবস্থান করছে। কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান বদলায়নি : জন কার্বি

বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান বদলায়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (এনএসসি) কৌশলগত যোগাযোগবিষয়ক সমন্বয়ক জন কার্বি। ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় বুধবার (১০ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন শেষ হয়েছে, বিরোধীদের দমন-পীড়নের জন্য বিশ্বব্যাপী সমালোচনা হচ্ছে। দ্য গার্ডিয়ান এই নির্বাচনকে 'বিরোধীদের ওপর নির্মম দমন-পীড়নে আচ্ছন্ন'বলে চিহ্নিত করেছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, 'বাইডেনের গণতন্ত্র প্রচারের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিল বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা আপনি বলেছিলেন। নির্বাচনের আগে আপনারা ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি ঘোষণা করেছিলেন। গণতন্ত্র প্রচারে বাইডেন প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? এই প্রশ্নের জবাবে জন কার্বি বলেন, "আমরা অবশ্যই এখনো বিশ্বজুড়ে কার্যকর, গতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বে বিশ্বাস করি এবং বাংলাদেশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের এ প্রত্যাশার মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন। নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) বাসায় ফেরেন তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন বিকাল ৫টায় হাসপাতাল ত্যাগ করেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর গুলশানের বাসায় পৌঁছান। এ সময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান ও সেলিমা রহমান খালেদা জিয়াকে অভ্যর্থনা জানান। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ায় তাঁকে বাসায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জাহিদ হোসেন বলেন, মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়াকে তাঁর গুলশানের বাসভবনে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেবে এবং এ বিষয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে নানা শারীরিক জটিলতায় সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট ও চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন।

খালেদা জিয়ার পেট ও বুকে পানি বৃদ্ধি এবং লিভারে রক্তক্ষরণ বন্ধে ২৬ অক্টোবর ট্রান্সজুগার ইন্ট্রাহেপাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শন্ট (টিআইপিএস পদ্ধতি) নামে পরিচিত হেপাটিক পদ্ধতি সম্পন্ন করেন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের চিকিৎসক হামিদ রব, ক্রিস্টোস জর্জিয়াডেস ও জেমস পি এ হ্যামিল্টন ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশে এসে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ও পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে টিআইপিএস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। টিআইপিএস এমন একটি পদ্ধতি যা পোর্টাল শিরাগুলোকে নিম্ন চাপযুক্ত সংলগ্ন রক্তনালীগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করতে একটি স্টেন্ট (টিউব) সন্নিবেশ করে। এটি রোগাক্রান্ত লিভারের মাধ্যমে প্রবাহিত রক্তের চাপ উপশম করে এবং রক্তপাত এবং তরল ব্যাকআপ বন্ধ করতে সহায়তা করতে পারে।

একটি টিআইপএস পোর্টাল শিরা (পোর্টাল হাইপারটেনশন নামে পরিচিত) এর উচ্চ রক্তচাপকে উপশম করে যা প্রায়শই লিভার সিরোসিসের বিন্যাসে ঘটে। ২০২১ সালের নভেম্বরে লিভার সিরোসিস ধরা পড়ার পর থেকেই খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দিয়ে আসছেন চিকিৎসকেরা। বিএনপির চেয়ারপারসনের পরিবারও বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, দুর্নীতির মামলায় সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে পুরান ঢাকার কারাগারে পাঠানো হয়। পরে একই বছর দুর্নীতির আরেকটি মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যে গুলশানের বাসায় অবস্থান এবং দেশ ত্যাগ না করার শর্তে সরকার ২০২০ সালের ২৫ মার্চ এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেয়। এরপর থেকে একাধিকবার জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

আড়াই মাস পর খোলা হয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় কার্যালয় আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) খোলা হয়েছে। বেলা ১০টা ৪২ মিনিটের দিকে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা-কর্মী কার্যালয়ের কলাপসিবল গেট খুলে দেন। এরপর তারা দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নামে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, "তালা ভেঙে আমরা বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেছি। ২৮ অক্টোবর সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নৃশংস অভিযানের মাধ্যমে সমাবেশ বানচাল করা হয়েছিল। পরে পুলিশ অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।" উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়া পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। ঐদিন থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলতে দেখা যায় এবং কার্যালয়ের পাশে এত দিন পুলিশের অবস্থান ছিল। এ ছাড়া, সংঘর্ষের ঘটনায় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের প্রায় সকলেই এখন কারাগারে আছেন। এ অবস্থায় ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন বিএনপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দল বর্জন করে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে বিদেশি কূটনীতিক, উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের উপস্থিতিতে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন এবং সব মিলিয়ে পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি রেকর্ড। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল (এএলপি) সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা নির্বাচিত করার একদিন পর এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর থেকে তিনি তাঁর নিজের জেলার এই আসন থেকে কখনো হারেননি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রথমবারের মতো ১৯৯৬ সালের জুনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালনের পর সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালিত নির্বাচনে তাঁর দল পরাজিত হয়। সামরিক সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সালের নির্বাচনে পুনরায় তাঁর দল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ২০০৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২০১৪, ২০১৮ এবং সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ জানুয়ারির তিনটি নির্বাচনেও জয়ী হন। ২০১৪ সালে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচন বয়কটের কারণে শেখ হাসিনার দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৫৩টিতে জয়লাভ করে। বিএনপি ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিলেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তোলে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে আওয়ামী লীগ। সরকার নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি প্রত্যাখ্যান করায় বিএনপি ৭ জানুয়ারির নির্বাচন থেকেও দূরে ছিল। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ২২২টি আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ৬২টি এবং জি. এম. কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এর আগে প্রধাসমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। নতুন মন্ত্রিসভায় ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রীরা হলেন —আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, ওবায়দুল কাদের, নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ডা. দীপু মনি, তাজুল ইসলাম, ফারুক খান, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, অ্যাডভোকেট আনিসুল হক, ড. হাছান মাহমুদ, আবদুস শহীদ, সাধন চন্দ্র মজুমদার, র আ ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, আবদুর রহমান, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, আবদুস সালাম, মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, ফরহাদ হোসেন, ফরিদুল হক খান, জিল্লুল হাকিম, সাবের হোসেন চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, নাজমুল হাসান পাপন, ইয়াফেস ওসমান ও ড. সামন্ত লাল সেন। তাদের মধ্যে ইয়াফেস ওসমান ও ড. সামন্ত লাল সেন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রীরা হলেন —সিমিন হোমেন রিমি, নসরুল হামিদ, জুনাইদ আহমেদ পলক, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, মো. মহিববুর রহমান, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, জাহিদ ফারুক, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রুমানা আলী, শফিকুর রহমান চৌধুরী ও আহসানুল ইসলাম (টিটু)। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের পক্ষ থেকে নতুন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী এবং ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

নতুন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পেলেন যে সকল মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা

বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে দুজন টেকনোক্র্যাট (সংসদ সদস্য নন)। এর আগে এক গেজেট প্রজ্ঞাপনে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণের পর রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তাদের দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। পূর্ণ মন্ত্রীদের মধ্যে আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়; ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন শিল্প মন্ত্রণালয়; আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ড. মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ডা. দীপু মনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; ফারুক খান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; আবুল হাসান মাহমুদ আলী অর্থ মন্ত্রণালয়; অ্যাডভোকেট আনিসুল হক আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; আবদুস শহীদ কৃষি মন্ত্রণালয়; সাধন চন্দ্র মজুমদার খাদ্য মন্ত্রণালয়; র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; মো. আবদুর রহমান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ভূমি মন্ত্রণালয়; আবদুস সালাম পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; ফরিদুল হক খান ধর্ম মন্ত্রণালয়; জিল্লুল হাকিম রেলপথ মন্ত্রণালয়; সাবের হোসেন চৌধুরী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়; জাহাঙ্গীর কবির নানক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়; নাজমুল হাসান পাপন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; মো. ইয়াফেস ওসমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ড. সামন্ত লাল সেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এছাড়া ১১ প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে মোহাম্মদ এ আরাফাতকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; জুনাইদ আহ্মেদ পলককে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; নসরুল হামিদকে বিদ্যুৎ বিভাগ; সিমিন হোসেন রিমিকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়; রুমানা আলীকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; আহসানুল ইসলাম টিটুকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; খালিদ মাহমুদ চৌধুরীকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; জাহিদ ফারুককে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়; মহিববুর রহমানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং শফিকুর রহমান চৌধুরীকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ জানুয়ারির ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ দখল করেছে আওয়ামী লীগ : মঈন খান

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান অভিযোগ করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ৭ জানুয়ারির ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ দখল করেছে। তিনি বলেন, "এই সরকার ভুয়া ও প্রহসনের নির্বাচন করে তার ইচ্ছানুযায়ী সংসদ দখল করেছে। এখন সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ৭ জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হয়নি।" বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। আবদুল মঈন খান দাবি করেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জয়-পরাজয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে পূর্বনির্ধারিত ছিল। তিনি বলেন, "এটা এখন আর শুধু বিএনপির বক্তব্য নয়, এটি এখন সব প্রমাণসহ বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।" তিনি বলেন, সবচেয়ে হতাশাজনক ও

লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে সরকার প্রকাশ্য দিবালোকে ভোট ডাকাতিতে লিপ্ত হয়েছে। "তারা আলোচনার মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে আসন ভাগ করে নিয়েছে এবং (নির্বাচনের আগে) কে কোন আসনে নির্বাচিত হবে প্রকাশ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" আবদুল মঈন খান বলেন, এই সরকার কতটা অর্থহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর প্রায় আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা ৪২ মিনিটের দিকে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা-কর্মী কার্যালয়ের কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে প্রবেশ করেন। আবদুল মঈন খান বলেন, ২৮ অক্টোবর দেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দখল করে নেয় সরকার। তিনি বলেন, "আমরা আজ (বৃহস্পতিবার) অফিস পুনরায় খুলেছি এবং জনগণের পক্ষে কথা বলতে এসেছি, কারণ আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের দল অতীতের মতো জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নেমেছে। তিনি বলেন, "আমরা রাস্তায় আছি এবং আন্দোলন করে যাব। বিএনপি শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি করে না, কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং, আমরা আন্দোলন করছি এবং আমরা জনগণের ভোটাধিকার, জনগণের অর্থনৈতিক সমতার অধিকার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার করব। আমরা বাংলাদেশে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করব যেখানে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।"তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর কাছে এটা প্রমাণিত, এই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তিনি বলেন, "এই সরকার যা বিশ্বাস করে তা হলো একদলীয় বাকশাল শাসন।"সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান এম শাহজাহান, জয়নুল আবেদীন, নিতাই রায় চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের পরে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে অনিয়ম, ভোট কারচুপি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের ব্যালটে সিল মারার ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

জনগণ বিএনপির ভোট বর্জনের ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে : ড. হাছান মাহমুদ

এদিকে, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে, বিএনপিসহ যারা ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, ভোটের বিরুদ্ধে বিএনপির প্রচারণা, ভোট বর্জনের ডাকের পাশাপাশি তাদের সন্ত্রাস ও অগ্নিসন্ত্রাসের রাজনীতি মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, দেশে কার্যত একটি ভোট উৎসব হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি এবং তাদের সমমনা দলগুলো এখন হতাশায় নিমজ্জিত-কেন তারা নির্বাচন করল না। তাদের সঙ্গে যদি ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন, তাহলে জানতে পারবেন তাদের মধ্যে কী পরিমাণ হতাশা বিরাজ করছে। তারা এখন অনুধাবন করতে পেরেছে, এই নির্বাচন বর্জন করে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং গণতন্ত্রের অভিযাত্রা অব্যাহত আছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে বিদেশি কূটনীতিক, উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের উপস্থিতিতে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

রাজধানীর এক হাসপাতালে পাঁচ মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বিকেল ৫টায় তিনি হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসার উদ্দেশে রওনা দেন। বিষয়টি দ্য ডেইলি স্টারকে নিশ্চিত করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান, মেডিকেল বোর্ড আজ থেকে খালেদা জিয়াকে তার গুলশানের বাসায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
গত বছরের ৯ আগস্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গত ২৫ অক্টোবর মার্কিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল ঢাকায় আসে। উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তার পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন। খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট ও চোখের সমস্যাসহ নানা রোগে ভুগছেন।

কারাদণ্ড পাওয়া বিএনপি চেয়ারপারসনকে ২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর থেকে তিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বাধীন মেডিকেল বোর্ডের অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

৭৫ দিন পর তালা ভেঙে বিএনপি কার্যালয়ে রিজভী

২৮ অক্টোবরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘিরে ৭৫ দিন তালাবদ্ধ থাকার পর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তালা ভেঙে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিকেল তিনটায় এই কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে।
বিএনপি নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, গত বছরের ২৮ অক্টোবর নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর এই প্রথম নেতা-কর্মীরা তাদের অফিসে প্রবেশ করতে পারলেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রায় ২০-২৫ জন নেতা-কর্মীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। রুহুল কবির রিজভীসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের ভেতরে অবস্থান করছেন। গত বছরের ২৮ অক্টোবর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ডাকা সমাবেশের এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় দাবি করা হয় তালা ঝুলিয়েছে পুলিশ। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় তালা তারা ঝুলায়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

শপথ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও নতুন মন্ত্রিসভা

টানা চতুর্থবারের মতো এবং নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এদিন সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বঙ্গভবনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের ২৫ মন্ত্রী এবং ১১ প্রতিমন্ত্রীও শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি।
শপথ নেওয়া ২৫ মন্ত্রী হলেন : আ ক ম মোজাম্মেল হক, ওবায়দুল কাদের, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, আসাদুজ্জামান খান কামাল, দীপু মনি, তাজুল ইসলাম, ফারুক খান, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আনিসুল হক, হাছান মাহমুদ, আবদুস শহীদ, সাধন চন্দ্র মজুমদার, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, আব্দুর রহমান। এছাড়াও আছেন নারায়ন চন্দ্র চন্দ, আব্দুস সালাম, মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, ফরহাদ হোসেন, ফরিদুল হক খান, জিল্লুল হাকিম, সাবের হোসেন চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, নাজমুল হাসান পাপন, ইয়াফেস ওসমান এবং সামন্ত লাল সেন।
মন্ত্রি পরিষদের নতুন ১১ প্রতিমন্ত্রীরা হলেন সিমিন হোসেন রিমি, নসরুল হামিদ, জুনাইদ আহমেদ পলক, মোহাম্মদ এ আরাফাত, মহিবুর রহমান, জাহিদ ফারুক, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রুমানা আলী, শফিকুর রহমান চৌধুরী, আহসানুল টিটু এবং খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১১.১.২৪ রিহাব)

রেডিও তেহরান

৭৪ দিন পর বিএনপি নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখর নয়াপল্টন

প্রায় ৭৪ দিন পরে তালা ভেঙে দলের কার্যালয়ে প্রবেশ করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার নেতাকর্মীদের আনাগোনায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে কার্যালয়টি। সকাল সাড়ে ১০টায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে এই তালা ভাঙে নেতাকর্মীরা। এ সম্পর্কে আরও জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :
প্রায় ৭৪ দিন পরে তালা ভেঙে দলের কার্যালয়ে প্রবেশ করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার নেতাকর্মীদের আনাগোনায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে কার্যালয়টি। সকাল সাড়ে ১০টায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে এই তালা ভাঙে নেতাকর্মীরা। এসময় রিজভী বলেন, গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ পণ্ড করে পুলিশ এক নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। এই দুই মাসেরও বেশি সময় পুলিশ কাউকে এখানে ঢুকতে দেয়নি এবং আশপাশে ভিড় করলেও তাদেরও আটক করে নিয়ে গেছে। তালা ভাঙার বিষয়ে রিজভী বলেন, সেদিনের তাণ্ডবের পর চোখের সামনে তালা লাগিয়ে পুলিশ চাবি নিয়ে চলে যায়। পুলিশের কাছে কয়েকবার চাবি চাওয়া হলেও, সেটা তারা দেয়নি। এদিকে, নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেছে পুরো কার্যালয় ধুলোবালির স্তুপ জমে আছে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে আছে চেয়ার, টেবিল, কাগজপত্র, পত্রিকা বিভিন্নভাবে ছড়ানো-ছিটানো। এর আগে, গত ২৮ অক্টোবর দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশ পুলিশ টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড দিয়ে পণ্ড করে দেওয়ার পর থেকে এই কার্যালয় থেকে নেতাকর্মীদের বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর থেকে সিআইডির 'ক্রাইম সিন'স্টিকার লাগিয়ে কার্যালয়ের সামনে সকলের প্রবেশ বন্ধ করে রাখে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১১.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

নতুন মন্ত্রিসভার কাছে তরুণদের প্রত্যাশা নানামুখী

২২২টি আসনে বিজয়ী হয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছেন আমাদের ঢাকার বিশেষ প্রতিনিধি :

নানা জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বিএনপিসহ প্রধান বিরোধীরা ভোটের বাইরে থাকায় এবারও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বেগ পেতে হয়নি টানা তিন মেয়াদ ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের। ২২২টি আসনে বিজয়ী হয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হবে নতুন সরকারের। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর এবার আলোচনা শুরু হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা নিয়ে। সর্বত্রই কৌতূহল- নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় কে থাকছেন, কে বাদ যাচ্ছেন আর নতুন করে কে যুক্ত হচ্ছেন। এবারের সরকারেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ হাসিনা সেটা অঘোষিতভাবেই চূড়ান্ত। তিনিই ঠিক করছেন মন্ত্রিসভার কাঠামো। নামও ঘোষণা করা হয়েছে নতুন মন্ত্রীদের। আছেন পুরোনো পরীক্ষিত মন্ত্রীরাও। তবে নতুন মন্ত্রিসভার প্রতি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা রয়েছে নানামুখী। কথা হয় তরুণ উদ্যোক্তা হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি চান গণমানুষের কষ্ট বুঝবেন এমন নেতারাই এগিয়ে নিক নতুন মন্ত্রিসভা (স্বকণ্ঠে) : একটা কমন ওয়েবসাইট করা, যেখানে সকল চাকরি আবেদন করতে পারবে, যেখানে তরুণদের সকল সুযোগ-সুবিধা একসাথে নিতে পারবে। তরুণ চিকিৎসক রাফিউল ইসলামের দাবি- দক্ষতা আর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বণ্টন করে জনগণের প্রয়োজন পূরণ জরুরি (স্বকণ্ঠে) : স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে একটা ডাক্তারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ডাক্তারকে নিয়োগ দিলে দেখা যাবে, উনি ডাক্তারদের বিভিন্ন সমস্যা এবং আমাদের মেডিকেল সেক্টরের যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলো তিনি ভালো করে বুঝতে পারবেন। বেসরকারি চাকরিজীবী আরিফুল সাজ্জাদ মনে করেন, মন্ত্রণালয়গুলোর সুষম সমন্বয়ের অভাবে সাধারণ মানুষের চাওয়া পূরণে বেগ পেতে হয়, তাই এই সমন্বয় নিশ্চিতের দাবি করেন তিনি (স্বকণ্ঠে) : নতুন কোন গেজেট যদি প্রকাশ করে এটা যেন জনসম্মুখে এবং জনগণের সবার ভেতরে এটা প্রচার-প্রসারটা আগের থেকে যেন বৃদ্ধি হয়। আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নাদিম মাহমুদ মনে করেন, তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে সরকার তার কাজ গুলো এগিয়ে নিলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে (স্বকণ্ঠে) : অবকাঠামোর পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়নে সেখানে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আমরা যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পর্যটন, পরিবেশ এই দিকগুলোতে যদি বিনিয়োগ করতে পারি এর কিন্তু অনেক সুফল দেশ পাবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১১.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

ভারতে উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে ৪.৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে সুজুকি

জাপানের গাড়ি প্রস্তুতকারক সুজুকি তাদের প্রধান বাজার ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে দুটি প্রকল্পে প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। সুজুকি বুধবার জানিয়েছে যে, তারা পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের সাথে ২০২৮ অর্থবছরে একটি কারখানা খোলার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা এক মিলিয়ন ইউনিট হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, একই রাজ্যের একটি চলমান কারখানায় একটি বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদন লাইনও যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে এই গাড়ি প্রস্তুতকারক। লাইনটি দ্রুত হলে ২০২৬ অর্থবছর থেকে উৎপাদন শুরু করতে পারে, যার মাধ্যমে কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা আড়াই লাখ ইউনিট বেড়ে যাবে। এছাড়া, উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হরিয়ানাতেও একটি কারখানা নির্মাণের জন্য সুজুকির ইতিপূর্বে ঘোষিত একটি চুক্তি রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো ভারতে কোম্পানির মোট উৎপাদন ক্ষমতা বছর প্রতি চার মিলিয়ন ইউনিটে উন্নীত করবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই প্রস্তুতকারক ভারতে প্রায় ১.৯ মিলিয়ন গাড়ি উৎপাদন করেছে। সুজুকি দেশটির শীর্ষস্থানীয় গাড়ি প্রস্তুতকারক, বাজারে যাদের শেয়ার ৪০ শতাংশেরও বেশি। তবে তাদেরকে ক্রমবর্ধমানভাবে অভ্যন্তরীণ এবং দক্ষিণ কোরীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

রাজধানীর মৌচাকে একটি ভবন থেকে ইট পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকের মৃত্যু

রাজধানীর মৌচাকে একটি ভবন থেকে মাথায় ইট পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক দিপু সানার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যার দিকে শান্তিনগর থেকে হেঁটে বাসায় আসার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুই বছরের ছেলে সন্তান নিয়ে স্বামীর সাথে মগবাজারের ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি। নিহত দিপু সানা বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট শাখার সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের ও ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলায়।

(রেডিও টুডে:৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪)

প্রধানমন্ত্রীকে চীনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

আবারো প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। আজ বৃহস্পতিবার এই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হয়। চীনের প্রেসিডেন্ট আশা করেন গত আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য চীন ও বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টা চালাবে। পৃথক এক বিবৃতিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং বলেন, দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এবং উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো উন্নীত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত চীন। এতে দুই দেশের জনগণ আরও অধিক লাভবান হবে বলে আশাবাদ চীনা প্রধানমন্ত্রীর। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

সংসদে বিরোধী দল কারা হবেন তা নিয়ে এখনো অস্পষ্টতা রয়ে গেছে

এবার সংসদে কারা বিরোধী দলে বসতে যাচ্ছেন তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। একক কোন দল পর্যাপ্ত আসন না পাওয়ায় আর দলের তুলনায় স্বতন্ত্রদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। এমনকি এই বিরোধীদলের কাঠামো বা কার্যক্রম কেমন হবে তা নিয়েও পরিষ্কার ধারণা নেই সংসদ সদস্যদের। তাই সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দল কারা হবেন সেটাও ঠিক করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। তবে জাতীয় পার্টির নেতারা বলছেন সংসদ সদস্য হিসেবে নিজেদের অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে চান তারা।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের জনগণের সুষ্ঠু নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি : কিরবি

৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক চর্চার আগ্রহ ও তা পূরণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্টাটেজিক কমিউনিকেশনের সমন্বয়ক এডমিরাল জন কিরবি। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্থানীয় সময় বুধবার হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবের জন কিরবি বলেন, আমরা এখনো স্পষ্টত বিশ্বজুড়ে কার্যকর এবং গতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষার কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আমাদের সে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

দীর্ঘ আড়াই মাস পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকলেন বিএনপির নেতা কর্মীরা

রাজধানীর নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘিরে দীর্ঘ ৭৫ দিন তালাবদ্ধ থাকার পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকেছেন দলটির নেতা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে বিএনপি নেতাকর্মীরা তালা ভেঙে কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। এ সময় রিজভী বলেন, ২৮ শে অক্টোবরের নারকীয় তান্ডবের মধ্য দিয়ে বিশাল সমাবেশ পণ্ড করেছিল সরকার। আড়াই মাস পর কার্যালয়ে এসেছি। তিনি বলেন, আমি এখন কোন রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে চাইছি না।(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

আপিল বিভাগ ও হাইকোর্টে ৪ সপ্তাহ মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না বিএনপিপন্থী ২ আইনজীবী

আগামী চার সপ্তাহ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কোন বেঞ্চে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের সমর্থিত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির এডহক কমিটির আহ্বায়ক মো. মহসিন রশিদ ও এডভোকেট শাহ আহমেদ বাদল। আদালত অবমাননার কারণে তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আপিল বিভাগ। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিকে আদালত অবমাননামূলক ভাষা ব্যবহার করার ঘটনা ব্যাখ্যা দিতে এই দুই আইনজীবীকে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। তবে তাদের চার সপ্তাহের সময় আবেদন মঞ্জুর করলেও এই চার সপ্তাহ সুপ্রিম কোর্টের কোন বেঞ্চে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না এই দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত বলেছেন দুই আইনজীবীর ব্যাখ্যা যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে আরো বড় সাজা হতে পারে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের দাবিতে গাজীপুরে বিক্ষোভ করেছেন কয়েক হাজার পোশাক শ্রমিক

গাজীপুরে শ্রীপুরে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শ্রীপুর পৌরসভার ক্রাউন এক্সক্লুসিভ ওয়ার লিমিটেড, ক্রাউন অল ওয়্যার লিমিটেড ও ক্রাউন মিলস লিমিটেডের কয়েক হাজার শ্রমিক মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈরে আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। শ্রমিকরা জানান সরকার ঘোষিত নতুন বেতন কাঠামোতে জানুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও কারখানা পক্ষ তা পরিশোধ করেনি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেও তারা কোন সূরাহা না করায় শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ আসাদ)

নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানিয়েছেন বিদায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান

নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানিয়েছেন বিদায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান। তিনি বলেন, নতুন মন্ত্রিসভার প্রত্যেকে কাজের মানুষ। বৃহস্পতিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় নতুন মন্ত্রিসভায় নিজের নাম না থাকা প্রসঙ্গে এম. এ. মান্নান বলেন, দল যেভাবে কাজে লাগাবে সেখানেই কাজ করবে। পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে আজ শেষ দিনের অফিসে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন এম. এ. মান্নান।(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

পাঁচ মাস ধরে চিকিৎসার পর হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

পাঁচ মাস ধরে চিকিৎসার পর হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় ফিরেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিএনপি'র মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি বলেন, মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে গুলশানের বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন খালেদা জিয়া। গত বছরের ৯ আগস্ট থেকে বিএনপি নেত্রী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন সংবাদ মাধ্যমকে জানান খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা গত মঙ্গলবার রাতে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে তার স্বাস্থ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

গত ৭ জানুয়ারি কোন নির্বাচন হয়নি : মঈন খান

গত ৭ জানুয়ারি কোন নির্বাচন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। তিনি বলেছেন, ভোটের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে একটি উচ্চ পর্যায়ের টেবিল থেকে। কে কত ভোট পাবে, কে নির্বাচিত হবে সবই সেখান থেকে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মঈন খান। বিএনপির এই নেতা আরো বলেন, আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে আছি, থাকবো। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

১৪ই জানুয়ারি দেশের সকল বার কাউন্সিলে কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা আইনজীবীদের

আগামী ১৪ই জানুয়ারি দেশের সব বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইউনাইটেড ল ইয়ারস ফ্রন্ট। গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে ডামি আখ্যা দিয়ে তা বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দক্ষিণ হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা আসে। সংবাদ সম্মেলনের ল ইয়ারস ফ্রন্টের নেতা সুব্রত চৌধুরী বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্যদিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. শাহেদকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট

অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত রিজেন্ট গ্রুপ ও রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. শাহেদকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাশ ও বিচারপতি মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন খানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে

এদিকে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। বেশ কিছু দপ্তরে এসেছে নতুন মুখ। এছাড়া আগের মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে পুরোনো পদেই রাখা হয়েছে। যেমন গুরুত্বপূর্ণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে। চমক হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করা হয়েছে ডাক্তার সামন্ত লাল সেনকে। এছাড়া হাছান মাহমুদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, দীপু মনিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, নাজমুল হাসানকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী, জাহাঙ্গীর কবির নানককে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে। তবে আনিসুল হক আগের মতই আইন মন্ত্রণালয়, ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভা সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভা সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। এর মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা। সব মিলিয়ে তিনি পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার আকার দাঁড়িয়েছে ৩৭ জনে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। প্রথমে শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীরা শপথ নেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। এর আগে আজই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীনা প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট এ বার্তা পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছে ঢাকার চীনা দূতাবাস। শি জিনপিং বলেছেন, 'চীন ও বাংলাদেশ দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের প্রতিবেশী। কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৪৯ বছরে দুই দেশ একে অপরকে সম্মান করেছে, পারস্পরিক সুবিধা অর্জন করেছে এবং জয়লাভ করেছে। চীন এবং বাংলাদেশ একে অপরের মূল স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে একে অপরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। যৌথভাবে দুই দেশ উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ করছে যা দুই দেশের জনগণের জন্য বাস্তব সুবিধা নিয়ে আসছে।' এ সময় চীনা প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন, 'গত আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য চীন ও বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টা চালাবে, রাজনৈতিক পারস্পরিক আস্থা বাড়াবে, ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বকে আরো উন্নীত করবে, উন্নয়ন কৌশলগুলো আরো সমন্বিত ও প্রচার করবে। উচ্চ মানের বেল্ট এ্যান্ড রোড সহযোগিতা এগিয়ে নেবে, যাতে চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করা যায়।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন

চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। ঐ বার্তায় তিনি বলেন, 'চীন ও বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং উন্নয়ন অংশীদার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও বাংলাদেশ রাজনৈতিক পারস্পরিক আস্থাকে গভীর করেছে এবং বেল্ট এ্যান্ড রোড সহযোগিতায় ফলপ্রসূ ফলাফল অর্জন করেছে।' লি জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক উপকারী সহযোগিতার উন্নয়নে, চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বকে আরো উন্নয়নে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে দুই দেশ ও দুই দেশের জনগণ আরো ভালোভাবে লাভবান হয়। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জ যাবেন শনিবার

নতুন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গোপালগঞ্জ যাবেন। রবিবার তিনি ফিরে আসবেন ঢাকায়। আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। ১০ জানুয়ারি শপথ নেন সংসদ সদস্যরা। ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ নেবে নতুন মন্ত্রিসভা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেবেন। এরপর দফতর বণ্টন করে গেজেট প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করবে। নতুন সরকার গঠনের পর শনিবার জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন এবং নিজ বাড়িতে একরাত অবস্থান করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

আমি মন্ত্রী না থাকলেও সংসদে আছি : এম. এ. মান্নান

দীর্ঘ ১০ বছর দায়িত্ব পালনের পর মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় নিচ্ছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিদায় বেলায় কোনো আক্ষেপ বা কষ্ট রয়ে গেছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেছেন, 'নো নো, আমি এনজয় করছি। আমার কোনো কষ্ট নেই।' তিনি বলেন, 'আমি মন্ত্রী না থাকলেও সংসদে আছি। সংসদ সরকারের উপরে আমি দলের একজন কর্মী। আমি শেখ হাসিনার একজন কর্মী। দল যেখানে কাজে লাগাবে সেখানে কাজ করবো।' আজ বৃহস্পতিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে বৃহস্পতিবার শেষ অফিস করছেন এম. এ. মান্নান। বিদায়ী দিনে মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কুশলাদি বিনিময় করেন তিনি। এই মন্ত্রণালয়ে নতুন যিনি মন্ত্রী হয়ে আসবেন তার প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'এখানে নতুন যিনি আসবেন তিনিই আমার সহকর্মী। আমার কোনো মতামত নিলে উনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। তিনি আমার সরকারের বাইরের কেউ নন। নতুন যিনি আসবেন তাকে অভিনন্দন জানাই।' তিনি বলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে কাজের চমৎকার

পরিবেশ। এখানে কাজ উপভোগ করা যায়। সবকিছুই প্রাণবন্ত। তবে এখানে একটাই চ্যালেঞ্জ, সবার প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে। এখানেও নানা বিধি-বিধান মেনেই কাজ করতে হয়। বাস্তবিক অর্থে এখানে প্রধানমন্ত্রী প্রধান।' পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে এম. এ. মান্নান বলেন, বাংলাদেশের অনেক আর্থ-সামাজিক বিবর্তন হয়েছে। এখানে প্রকল্প পাস ও তৈরি করা হয়। এখানে সব প্রকল্পই জনকল্যাণে হয়। সবাই খুব অভিজ্ঞ ও ভালো। আগামীতেও সবাই আমরা দেশের কল্যাণে কাজ করবো।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ব্যারিস্টার সুমনের শ্রদ্ধা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন হবিগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি এ শ্রদ্ধা জানান। এর আগে রাজপথের মতো সংসদেও ভূমিকা রাখবেন বলে জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনায় থাকা এ আইনজীবী । বুধবার, ১০ জানুয়ারি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি এসব কথা বলেন। সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বলেন, 'আমার ভূমিকা আগের মতোই থাকবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলা এবং নিজের এলাকাকে যতটুকু পারা যায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে বাস্তবিক অর্থে রূপ দেওয়া। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি কার্যালয় নিয়ে পুলিশ অনেক নাটক করেছে : রিজভী

দুই মাস ১৩ দিন পর বৃহস্পতিবার সকালে তালা ভেঙে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বন্ধ গেট খুলেছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময়ে নেতা-কর্মীরা সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দিতে থাকে। রিজভী বলেন, 'আমাদের যুবদলের একজন নেতা ও একজন প্রবীণ সাংবাদিক হত্যার মধ্যদিয়ে এক ভয়াবহ নিপীড়নের তাণ্ডব শুরু হয়। গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ পণ্ড করে পুলিশ এক নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। এই দুই মাসের বেশি সময় পুলিশ কাউকে এখানে ঢুকতে দেয়নি এবং আশপাশে ভিড়লে তাদেরও আটক করে নিয়ে গেছে।' তিনি বলেন, 'পুলিশ তালা মেরে এই কার্যালয়ের চাবি নিয়ে যায়। কত নাটক করেছে। তারপরে গেট বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। সবই গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা দেখেছেন। আমরা আমাদের প্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এখন ঢুকেছি। পুলিশের কাছে চাবি চাওয়ার পরেও আমাদের চাবি দেওয়া হয়নি।' তিনি বলেন, পরে তালা ভেঙে এই কার্যালয়ে আমরা প্রবেশ করি।' তালা ভাঙার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রিজভী বলেন, 'সেদিনের তাণ্ডবের পর আপনারা দেখেছেন আপনাদের চোখের সামনে তালা লাগিয়ে পুলিশ চাবি নিয়ে যায়। এরপর কত নাটক ওরা করেছে। আমরা পুলিশের কাছে চাবি চেয়েছিলাম। সেটা তারা দেয়নি।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

৭ জানুয়ারি নির্বাচন হয়নি, ফল নির্ধারণ হয় ঢাকা থেকে : মঈন খান

গত ৭ জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদকে সরকার কুক্ষিগত করে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, '৭ জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হয়নি। ভোটের ফলাফল সব নির্ধারিত হয়েছে ঢাকার একটি উচ্চ পর্যায়ের টেবিল থেকে। কে কত ভোট পাবে, কে কে নির্বাচিত হবে।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টায় নেতা-কর্মী নিয়ে তালা ভেঙে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সংবাদ সম্মেলনে মঈন খান অভিযোগ করেন, 'বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিস সরকার বেদখল করে নিয়েছিল ২৮ অক্টোবর ক্র্যাকডাউন করে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র আজ মৃত। গণতন্ত্রের জন্য লাখ লাখ মানুষ নিজেদের রক্ত দিয়েছিল, এ অবস্থার জন্য নয়। সরকার বিশ্বাস করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায়।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, 'এ দেশের মানুষ ৭ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করে সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া বলেছে এ নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, সুষ্ঠু হয়নি। অনেক সংস্থা বলেছে, নির্বাচনে সুষ্ঠু ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করে হয়নি। সাজানো নাটক করে নির্বাচনের আবহ তৈরি করেছে, তা বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট হয়েছে, ৭ জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হয়নি। ভোটার ফলাফল সব নির্ধারিত হয়েছে ঢাকার একটি উচ্চ পর্যায়ের টেবিল থেকে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

ডিসেম্বরে করোনায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু

করোনা ভাইরাস এখনো বিশ্বে হুমকি হিসেবেই রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকটা নীরব ঘাতক হয়েই হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কাড়ছে এই ভাইরাস। এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ডব্লিউএইচও এর প্রধান তেদ্রস আধানম গ্যাব্রেয়াসুস। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ছুটির দিনে জনসমাগম এবং বিশ্বব্যাপী করোনার নতুন ধরনের বিস্তারের কারণে ডিসেম্বরে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে দেখা গেছে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেন, 'গত মাসে করোনা ভাইরাসে প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের হাসপাতালে করোনা রোগীর ভর্তি হার ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই ইউরোপ ও আমেরিকার

দেশগুলোতে।' জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতরে সংস্থাটির মহাপরিচালক সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'যদিও মহামারির সময়ের তুলনায় গত এক মাসে ১০ হাজার মৃত্যু অনেকটা কম বলা যায়। তবে মহামারির সময় শেষ হয়ে আসার এতদিন পর এই সংখ্যা স্বাভাবিক নয়।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেন, এটা নিশ্চিত যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণ বাড়ছে। তবে সব স্থানের সংক্রমণের খবর জানা যাচ্ছে না বা রিপোর্ট করা হচ্ছে না। তিনি সব দেশের সরকারকে এ বিষয়ে নজরদারি বজায় রাখা এবং চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।' তেদ্রস আধানম বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে সংক্রামক ভ্যারিয়েন্ট এখন জেএন-১। এটি ওমিক্রনেরই একটি ধরন।' তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে ভ্যাকসিনগুলো রয়েছে সেগুলো থেকেই কিছুটা সুরক্ষা পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

অস্ত্র মামলায় হাইকোর্টে খালাস পেলেন রিজেন্টের সাহেদ

উত্তরায় গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র মামলায় বিচারিক আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রিজেন্ট গ্রুপ ও রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান সাহেদ করিম ওরফে মোহাম্মদ সাহেদকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। সাহেদের করা আপিল মঞ্জুর করে আজ বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস ও বিচারপতি মো. রিয়াজ উদ্দিন খানের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সারওয়ার হোসেন বাপ্পী। সাহেদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস. এম. শাহজাহান ও অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক। তাদের সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট পলাশ চন্দ্র রায় ও অ্যাডভোকেট সালাম আশরাফ চৌধুরী। রায়ের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

টানা চারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় শেখ হাসিনাকে ডিএসই এর অভিনন্দন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এ অর্জনে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিএসই এর পরিচালনা পর্ষদ। পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, 'পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৩ বছরের অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করছেন শেখ হাসিনা। মৃত্যু ভয়কে জয় করে সততা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা আর দূরদর্শী নেতৃত্বগুণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক আগেই দেশের গণ্ডি পেরিয়ে স্থান করে নিয়েছেন বিশ্ব নেতৃত্বের কতারে।' তিনি বলেন, 'সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। এমনকি বিশ্বের প্রভাবশালী সব রাষ্ট্রই একবাক্যে বলছে, বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩ মিনিটে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনের দরবার হলে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এ শপথ নেন। শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। অনুষ্ঠানে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। এরমধ্যে ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন। এ শপথ নেওয়ার মাধ্যমে টানা চতুর্থ ও পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। এবার সরকার গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় আসলো আওয়ামী লীগ।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

শপথ নিলেন নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা

শপথ নিলেন নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রথমে ২৫ জন মন্ত্রী ও পরে ১১ জন প্রতিমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান। সাংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ২ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা এ শপথ নেন। প্রথমে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হিসেবে পরে গোপনীয়তার শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি। এর আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো শপথ নিলেন। এর মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। অনুষ্ঠানে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত আছেন। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

পাঁচ মাস পর ফিরোজায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের ভাড়া বাসা ফিরোজায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে তিনি ফিরোজায় প্রবেশ করেন। এর আগে বিকেল ৫টায় হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরীসহ দলের নেতা-কর্মীরা। এদিকে, খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসায় আগে থেকেই অবস্থান করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান, আব্দুল মঈন খানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা। গত ৯ আগস্ট বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী অবৈধ আয় ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করুন : টিআইবি

হলফনামার তথ্যের বিশ্লেষণ ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের কারও অবৈধ আয় ও সম্পদ থাকলে তা আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করাসহ দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টিআইবি। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি। টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এর সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের যথার্থতার প্রারম্ভিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশেষ করে আইনি সীমার বাইরে মোট বাড়তি ৮০০ একরের বেশি জমি বিধি বহির্ভূতভাবে সংসদ সদস্যদের অনেকের মালিকানাধীন রয়েছে, তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে জানা যায় অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে প্রায় ৮৫ শতাংশই কোটিপতি। একশ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৫। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের সম্মিলিত মূল্য প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি। সবশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সম্পদ বেড়েছে ৭৫ শতাংশের বেশি।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১১.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

PAPUA NEW GUINEA HIT BY DEADLY RIOTS AND LOOTING

At least eight people have died after major rioting and unrest hit Papua New Guinea's capital, Port Moresby. Shops and cars were set on fire and supermarkets looted after police went on strike over a pay dispute. The absence of police on Wednesday encouraged people from the city's outskirts to ransack shops and cause wider destruction, locals told the BBC. It follows wider tensions in Papua New Guinea over rising costs and high unemployment. Prime Minister James Marape addressed the nation on Thursday apologizing for the incident, but saying lawlessness would not be tolerated. (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

UN COURT HEARS GENOCIDE CASE AGAINST ISRAEL

The UN's International Court of Justice is to hear a case brought by South Africa accusing Israel of committing genocide against Palestinians in Gaza. The submission also calls on the court to order Israel to stop military operations there. The ICJ will deliver only an opinion on the genocide allegation as the case is not a criminal trial, although it is being keenly watched. Israel has vehemently rejected the accusation as Baseless. South Africa will present its case on Thursday and Israel its defence on Friday. In its submission, South Africa says Israel's actions are intended to bring about the destruction of a substantial part of the Palestinian national, racial and ethnical group. (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

US AND UK HINT AT ACTION AFTER LARGEST RED SEA ATTACK

The US and UK have hinted they could take military action against Yemen's Houthi rebels, after they repelled the largest attack yet on Red Sea shipping. Carrier-based jets and warships shot down 21 drones and missiles launched by the Iran-backed group on Tuesday night. The UN Security Council passed a resolution on Wednesday demanding an immediate end to the Houthi attacks. The text endorsed

the right of UN member's states to defend their vessels. The Houthis reacted scornfully to it. (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

RUSSIAN MISSILES WRECK KHARKIV HOTEL: UKRAINE

Two Russian missiles have struck a hotel in Ukraine's second-largest city, Kharkiv, injuring 11 people, the Kharkiv governor says. Photos from Ukraine's State Emergency Service showed the hotel heavily damaged and firefighters at the scene. Governor Oleh Synehubov said the injured included Turkish journalists. Two S-300 missiles struck at about 22:30, he said. Russia has stepped up air strikes on Ukrainian cities in the past two weeks. Ukrainian officials say dozens of civilians have died in those attacks from drones and missiles.
(BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

SWEDISH ALARM AFTER DEFENCE CHIEFS WAR WARNING

A warning to Swedes from two top defence officials to prepare for war has prompted concern and accusations of alarmism. Civil Defence Minister Carl-Oskar Bohlin told a defence conference there could be war in Sweden. His message was then backed up by military commander-in-chief Gen Michael Biden, who said all Swedes should prepare mentally for the possibility. However, opposition politicians have objected to the tone of the warnings. Ex-prime minister Magdalena Anderson told Swedish TV that while the security situation was serious, "it is not as if war is just outside the door." (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

UN HELICOPTER AND CREW SEIZED BY SOMALI ISLAMISTS

The Somali armed Islamist group al-Shabab has seized a United Nations helicopter, along with about eight people, both passengers and crew, local sources have told the BBC. The helicopter landed in territory held by the group in central Somalia. The UN's mission in Somalia (Unsom) confirmed an aviation incident involving an UN-contracted helicopter conducting a medical evacuation. It did not mention al-Shabab, but said response efforts are under way. A UN memo on the incident seen by AFP news agency says the helicopter crash-landed about 70km southeast of Dhusamareb and no UN staff were on board. The personnel were third-party contractors, the report said. (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

ZAMBIANS URGED TO LEAVE TOWNS TO CURB DEADLY CHOLERA

Zambian President Hakainde Hichilema has urged people to relocate from towns to villages following the deaths about 300 people in a cholera outbreak. Poor sanitation in some densely populated urban areas was a good breeding ground for cholera, he said. To decongest major towns, residents should relocate to rural areas where there was enough space and perfect sanitation, Mr Hichilema added. More than 7,500 cholera cases have been reported nationwide since last October. In the last 24 hours, were more than 500 new cases and 17 deaths, the health ministry said. The reopening of schools has been delayed as part of series of preventative measures. The disease has so far spread to eight of Zambia's 10 provinces.
(BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

ECUADOR PRESIDENT DEFIES GANGS TO TAKE ON THE ARMY

Ecuadorean President Daniel Noboa has challenged armed gangs to take on the military rather than civilians as soldiers were deployed to combat the criminal groups. Mr Noboa declared a state of emergency on Monday after a wave of gang violence swept through the Andean country. In the most dramatic incident, armed men stormed a TV station and threatened the staff during a live broadcast. More than 300 suspects have been arrested under the state of emergency. Mr Noboa struck a defiant tone in a radio interview on Wednesday. (BBC Web Page: 11/01/24, FARUK)

:: The End ::